জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি

সন্তানরা মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী হলে ডিআই এবং এসআই পদমর্যাদার অভিভাবকরা পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। বিজ্ঞপ্তি জারি করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

শীতের সম্ভাবনা নেই

কালীপুজোর পরেও শীত পড়ার সম্ভাবনা কম। নতুন ঘূর্ণাবর্ত থেকে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। কালীপুজো, দেওয়ালি ও ভাইফোঁটায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কালীপুজোয় আংশিক মেঘলা

জলপাইগুড়িতে খাঁচাবন্দি চা-বাগানের ত্রাস চিতাবাঘ

রাজধানীতে ভয়ঙ্কর দূষণ বায়ুর গুণগত সূচক ৪২৬

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪৪ ● ২০ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২ কার্তিক ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 144 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 20 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির মাতৃপ্রতিমা

আলোর উৎসব

প্রতিবেদন : দীপাবলির আলোকমালায় গোটা বাংলা আজ মাতোয়ারা। আজ, মহাশক্তির আরাধনা। দিকে দিকে অপরূপ থিমের বহর, আলোর রোশনাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও জগজ্জননী শ্যামা মায়ের পুজোয় মেতে উঠেছে গোটা রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও মাতৃ আরাধনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এসে গিয়েছে দেবী প্রতিমা। মণ্ডপ সাজিয়ে তুলতে সাজো সাজো রব। সেজে উঠেছে পীঠস্থান কালীঘাট-সহ দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, নৈহাটির বড়মা ও রাজ্যের অন্যান্য কালীমন্দির। কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফাটাকেস্টর কালীপুজো, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির পুজোকেও ঘিরেও সাজো সাজো রব।

দুর্গোৎসবের পর ফের উৎসবমুখর গোটা বাংলা। আলোর উৎসব দেশজুড়েই। বাংলা মেতেছে মাতৃ-আরাধনায়। কোথাও সাবেকিয়ানা, কোথাও বিষয় ভাবনার অভিনবত্ব। কোথাও আবার মন কেড়েছে আলোকসজ্জা। হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় ভেসে শ্যামা মায়ের আগমনি বার্তা মণ্ডপে-মণ্ডপে। এই উৎসবের আনন্দে ঐক্যের সমারোহ রাজ্যজুড়ে। মায়ের চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনে অন্ধকার দূর করে আলোয় পথের দিশারি ভক্তকুল। আর কালীপুজোর বাংলায় উল্লেখযোগ্য হল বারাসত। বারাসত মানেই আলোর সমারোহ। কালীপুজোর রাতে কলকাতার দুর্গাপুজোকে টেক্কা দিতে তৈরি হয় বারাসত। এই লড়াইয়ে এখন শামিল হয়েছে আবার মধ্যমগ্রাম, নৈহাটিও। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— **'দিনের কবিতা'**। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কবিতাবিতান** থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভাত

ভালোবাসি দুটো ভাত
ভাতের জন্যই
যত লড়াই
জীবন ধারণের
সব সংঘাত।।

সারা জীবনের বাঁচার লড়াইয়ে
দুমুঠো ভাত
বস্ত্র বাসস্থান
চিরকালের স্বপ্ন
ওতেই জীবন পুণ্য।।

কেউবা বাঁচে দুধভাত খেয়ে
কেউবা পান্তাভাতে
তবু দুমুঠো ভাত
ভাত ছাড়া জীবন
একেবারে কাত।।

ভাতের মর্ম তারাই বোঝে
যারা ভুক্তভোগী
সব মিললেও
ভাত না পেলে
নাম থাকে না নামী।।

ভাতের জন্যই জমির লড়াই
জীবনে বেঁচে থাকা
ভাতের কারখানা না থাকলে পরে
জীবনে সূর্যাস্ত আঁকা
জীবনটাই ফাঁকা।।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নে দিশাহারা গদ্দার

প্রতিবেদন : রবিবার কালীপুজোর উদ্বোধনে যাওয়ার পথে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে দফায় দফায় স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েন গদ্দার অধিকারী। মহিলারাও তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন, একশো দিনের কাজের টাকা কোথায়? উত্তরে নীরব থাকেন গদ্দার। প্রশ্ন ওঠে, কোথায় আবাসের টাকা? কোনও উত্তর নেই গদ্দারের মুখে। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। বেগতিক দেখে গদ্দারের দেহরক্ষীরা মহিলাদের জোর করে সরিয়ে দেয়। এতে ক্ষোভ আরও বাড়ে। (এরপর ১০ পাতায়)

মথুরাপুরে মানুষের প্রশ্ন ও বিক্ষোভের মুখে গদ্দার।

চুক্তিস্বাক্ষরে ফের পরাজয় পাকিস্তানের

প্রতিবেদন : তুর্কি ও কাতারের মধ্যস্থতায় ফের শান্তি প্রতিষ্ঠা হল পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ডুরান্ড লাইনে। দোহায় শান্তি বৈঠকে ডুরান্ড লাইন বরাবর শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত দুই দেশই। আর দুই আরব-দেশের হস্তক্ষেপে পাকিস্তান যেভাবে মাথা নত করেছে, তাকে নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসন। তাদের দাবি, একটি অতি অসম্মানজনক পরাজয়ের পরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। এতে আফগানিস্তানের নীতিই সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত হল।

বাংলার ২ শ্রমিকের মৃত্যু বিজেপি শাসিত ২ রাজ্যে

প্রতিবেদন : দুই বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলার দুই শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু! একদিকে, কর্মস্থল গোয়া থেকে বাড়ি ফেরার পথে পুরুলিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক রমেশ মাজির পচাগলা দেহ মিলেছে ওড়িশার কটকে। ছেলের মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ তুলে উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন রমেশের বাবা। অন্যদিকে, গুজরাতে কাজে গিয়ে বহুতলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে নদিয়ার নির্মাণ-শ্রমিক মসিউর বিশ্বাসের। তবে ঠিক কীভাবে মৃত্যু হল, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় গুজরাত থেকে তাঁর মৃতদেহ হরিণঘাটার বাড়িতে পৌঁছয়। বছর দেড়েক আগে মেজ দাদার সঙ্গে গোয়ায় কাজ করতে গিয়েছিলেন পুরুলিয়ার প্রতাপগড়ের বাসিন্দা রমেশ মাজি (২৬)। (এরপর ১০ পাতায়)

রমেশ মাজি। (উপরে)। নিচে, হরিণঘাটায় মসিউর বিশ্বাসের দেহ।

তারিখ অভিধান

১৮৭১
অতুলপ্রসাদ সেন
(১৮৭১-১৯৩৪) জন্মদিবস। অক্লান্তকণ্ঠ এক সঙ্গীত-সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি। কাগজে বিবেকানন্দের শিকাগো-জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে সেলিব্রেট করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী পালনে উঠেপড়ে লেগেছেন, মহাত্মা গান্ধীর ডাকে ছুটে গিয়ে তাঁকে গান শুনিয়েছেন, অওধ বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, আবার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কান্ডারিও। তিনিই আবার লখনউয়ের রাস্তায় যেতে যেতে ঘুমন্ত দরিদ্রের বালিশের তলায় টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন নিঃশব্দে। তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, ‘পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই... সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই! তাই মন্দির মসজিদে লড়াই। / প্রবেশ করে দেখ রে দু’ভাই— অন্দরে যে একজনাই।’ আসলে একুশ শতকের উৎসবসর্বস্বতার ভিড়ে দেশবন্দনার গানগুলি পিছু হটতে হটতে এখন ১৫ অগাস্ট, ২৩

কী ২৬ জানুয়ারির দেওয়ালে এসে ঠেকেছে, তবু ‘জনগণমন অধিনায়ক’ বা ‘আমার সোনার বাংলা’র পরেই এখনও যে গানগুলি শুনলে পরাধীন এক দেশে মানুষের চকচকে চোখ আর দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির কথা মনে পড়ে, তার অনেকগুলিরই রচয়িতার নাম অতুলপ্রসাদ সেন, যেমন : ‘উঠ গো ভারতলক্ষ্মী’, ‘মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা’, ‘হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর’, ‘বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে’ ইত্যাদি।

১৮৫৯
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১৮৫৯-১৯৫৬) এদিন বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩-তে একটি মাত্র ছাত্র বটানিতে এমএ পাশ করেছিলেন, তিনি হলেন যোগেশচন্দ্র। একটানা তিরিশ বছর কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। সেসময়ে বাংলা ভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা ও দেশীয় কলাচর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পুরীর পণ্ডিতসভা তাঁকে ‘বিদ্যানিধি’ উপাধি দেয়। পেয়েছেন রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার, রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী পদক। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। বাসুলী চণ্ডীদাসের পুঁথিটি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। চার খণ্ডে ‘বাংলা শব্দকোষ’ সম্পাদনা করেন তিনি।

২০১১ মহম্মদ গদ্দাফি

(১৯৪২-২০১১) এদিন মৃত্যুবরণ করেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে লিবিয়ায় সর্বময় ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। বিদ্রোহীদের তাড়ায় সির্তে বিশাল এক পাইপের মধ্যে গদ্দাফি লুকিয়ে ছিলেন বা সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন এবং সেই সময়েই হামলা করা হয়। এদিন গদ্দাফির মৃতদেহের বেশ কিছু ছবি দেখানো হয় লিবিয়া টেলিভিশনে।

১৯১৪ ভূপেশ গুপ্ত

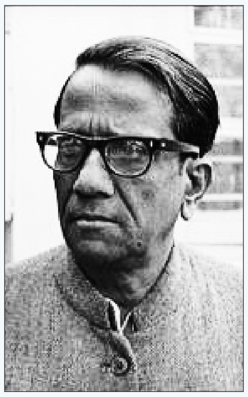

(১৯১৪-১৯৮১) এদিন অবিভক্ত ভারতের ইটনায় জন্মগ্রহণ করেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান। রাজনৈতিক জীবনের শুরু বিপ্লবী আন্দোলন দিয়ে। মুক্তি পেয়ে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। বিলেতেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী হন। ১৯৫১-তে রাজ্যসভার সদস্য হন।

১৯২০
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়
(১৯২০-২০১০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও সামলেছেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সইফ আলি খান

■ ইমন চক্রবর্তী

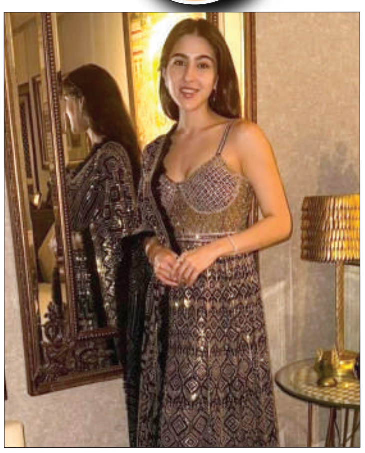

■ সারা আলি খান

কর্মসূচি

■ দুর্গাপুরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে শনিবার অনুষ্ঠিত তৃণমূলের মহিলাদের বিজয়া সম্মিলনীতে ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর অঙ্কিতা চৌধুরি-সহ দলের মহিলা কর্মী-সমর্থকরা।

■ উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক বন্ধুরা। নেতৃত্বে অধ্যাপক মহীতোষ গায়েন ও অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল। সঙ্গে সৌরভ হালদার, শামিনুর রহমান মণ্ডল, সন্তু বাগ, ইন্দ্রজিৎ হালদার, লোকেশ মণ্ডল, গুরুপ্রসাদ দাস, উৎপল রক্ষিত প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩১

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. দরিদ্র পরিবার ৩. সম্পর্ক, সম্বন্ধ ৫. বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ৬. সমীপে বা কাছে অবস্থিত ৮. শত্রু, অরি ১০. নর্তকী ১১. ভাগ্য, অদৃষ্ট ১৩. মধু ১৫. যে হেঁকে হেঁকে পণ্য বিক্রি করে, ফেরিওয়ালা ১৮. বরবটিজাতীয় শুঁটি ১৯. আতশবাজিবিশেষ ২০. প্রয়াগস্থিত মৃত্যুহীন বট।

উপর-নিচ : ১. ত্রিকোণ তাঁবুবিশেষ ২. স্ত্রী, পত্নী ৩. ঘুমন্ত ৪. অহংকার, দম্ভ ৫. খড়ের বিড়ে ৭. জিতেন্দ্রিয় ৯. আবার, আবারও ১২. সহ্য করা ১৪. তীব্র, উদগ্র ১৬. ধরন, রীতি ১৭. শুচিতা ১৮. বিক্রয়, বেচা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩০ : পাশাপাশি : ২.কুর্পর ৪. চরিত ৬. ভয় ৭. সংশয়ন ৮. নজর ১০. বারীশ ১২. পলকফেলা ১৩. হত্যা ১৪. ইজের ১৬. গতিক। **উপর-নিচ:** ১. ফেরি ২. কুলিশধারী ৩. রন্ধন ৪. চয়ন ৫. তসর ৯. জনাকতক ১০. বালাই ১১. শহর ১২. পরাগ ১৫. জেল্লা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

20 October, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২০ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার

বাগনানের ঘোড়াঘাটা নবাসন শিশু সংঘের ঝিনুকের তৈরি প্রতিমা নজর কাড়ছে

... দেখে যা আলোর নাচন

■ টালিগঞ্জের ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডের রিজেন্ট কলোনিতে রিজেন্ট ফ্রেন্ডস ক্লাবের শ্যামাপুজোর সূচনায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও কাউন্সিলর সন্দীপ নন্দী মজুমদার। এখানে খুদেদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

উৎসবের শহরে নজরদারিতে মোতায়েন পাঁচ হাজার পুলিশ

প্রতিবেদন : আজ দীপান্বিতা কালীপুজো। আলোর উৎসবে মাতবে শহর থেকে গ্রাম। কালীপুজো ও দীপাবলির এই উৎসবের দিনগুলিতে শহর কলকাতার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং দূষণ রুখতে নিষিদ্ধ বাজিতে আরোপ করা বিধিনিষেধ কার্যকর করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সোমবার ও মঙ্গলবার প্রায় ৫ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবে শহর জুড়ে। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের দুই শিফটে ভাগ করা হয়েছে। অবৈধ বাজি ও ফানুস ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। উৎসবের দু'দিন প্রতিটি শিফটে প্রায় ৫০টি পুলিশ কন্ট্রোল রুম (পিসিআর) ভ্যান শহরের বিভিন্ন প্রান্তে টহল দেবে। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড (এইচআরএফএস) এবং কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) ইউনিট সতর্ক অবস্থায় থাকবে। নজরদারি আরও বাড়াতে শহরজুড়ে ৪৫০টিরও বেশি পুলিশ পিকেট বসানো হচ্ছে। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আবাসন কমপ্লেক্স ও বহুতল সমিতিকে নিরাপত্তা বিষয়ক 'করণীয় ও অকরণীয়' নির্দেশাবলি জানিয়ে দিয়েছেন। ট্রাফিক ও গোয়েন্দা বিভাগের আলাদা মোতায়েন ছাড়াও উৎসবের সময় অতিরিক্ত নজরদারির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ডেপুটি কমিশনাররা রাস্তায় নেমে পুরো অপারেশন তদারকি করবেন, তাঁদের সহায়তা করবেন সহকারী কমিশনাররা। আবার রাজ্যের দমকল ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, কালীপুজোর সময় অতিরিক্ত অগ্নিনির্বাপিক ব্যবস্থা হিসেবে কলকাতা, বারাসত ও নৈহাটি অঞ্চলে ৫১টি অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন স্থাপন করা হবে। কারণ, এই এলাকাগুলিতেই রাজ্যের সবচেয়ে বেশি কালীপুজো হয়। পাশাপাশি মোটরসাইকেল-ভিত্তিক দ্রুত অগ্নিনির্বাপিক টিমও রাস্তায় থাকবে যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

সন্তানরা পরীক্ষার্থী হলে ডিআই ও এসআইরা দায়িত্বে নয় : পর্ষদ

প্রতিবেদন : ডিআই এবং এসআই পদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের সন্তানরা যদি ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানাল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ওই জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানানো হয়েছে, এই ধরনের পদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের সন্তান যদি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হয় তাহলে তা পর্ষদকে জানাতে হবে অবিলম্বে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ধরনের কেসে সাধারণত তাঁরা পরীক্ষা ব্যবস্থায় জড়িত থাকতে পারেন না। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে বেশ কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটায় পর্ষদ এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বাধ্য হয়েছে।

আসল বিষয় হল এসআই এবং ডিআই-এর অধীনে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা বজায় থাকে। তাই তাদের সন্তানরা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হলে সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই যদি কোনও এসআই ও ডিআই-এর সন্তান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হয় তাহলে তাঁদের পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। এর ফলে স্বচ্ছতা বজায় থাকার পাশাপাশি পর্ষদের ভাবমূর্তিও রক্ষা হবে।

■ রবিবার খড়দহের ৩১টি মণ্ডপে শ্যামা মায়ের পুজোর উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

অক্টোবরের শেষে সেমিস্টারের ফল

প্রতিবেদন : উচ্চমাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশের সম্ভাব্য দিন ঘোষণা করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বোর্ডের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, আগামী ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় সেমিস্টারের ফল ঘোষণা করা হতে পারে। এক্ষেত্রে পুরো বিষয়টাই হবে অনলাইনে।

উচ্চমাধ্যমিক

পরীক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে এবং মোট নম্বর কত তা ওয়েবসাইটে পিডিএফ ফরম্যাটে দেওয়া থাকবে। মোট নম্বরের শতাংশের হার, বিষয়ভিত্তিক পার্সেন্টাইলও দেখতে পাবে তারা। কখন, কীভাবে ফল দেখা যাবে, তার বিস্তারিত তথ্য ২২ অক্টোবর জানাবে সংসদ। চূড়ান্ত মেধাতালিকা উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় পর্বের পরই দেওয়া হবে। এমনকী মার্কশিটের হার্ডকপিও তারা তখনই হাতে পাবে। এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৪৪৩ জন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হবে।

■ হাবড়ার কালীপুজো উদ্বোধনে বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

■ কসবা রথতলা দীপক সংঘের শ্যামাপুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী জাভেদ খান, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দাম, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

এখন শীত নয়, ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা

প্রতিবেদন : কালীপুজো এসে গেলেও এখনই শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং নতুন ঘূর্ণাবর্ত থেকে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ। কালীপুজোর দিন আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও মঙ্গলবার থেকে রোদ ঝলমলে আকাশ থাকবে। কালীপুজো, দেওয়ালি ও ভাইফোঁটায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। যদিও উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টিপাত হলেও স্বল্প স্থায়ী হবে। বঙ্গোপসাগরে ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটা ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে, যদিও পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা অনেকটাই দূরে। ২১ তারিখ এটা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর পরবর্তী দু'দিন ইনটেনসিটি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।

চার রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে কমিশন

প্রতিবেদন : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন বিহারে। সেই নিয়ে বিহার-সহ বাংলা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রশাসনের সঙ্গে আগামী ৩০ অক্টোবর বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন। ভোটের সময় বহিরাগতরা প্রতিবেশী রাজ্য থেকে টাকা, মদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাতে বিহারে প্রবেশ করতে না পারে, তা নিয়েই এই বৈঠক। সেই বৈঠকে থাকবেন চার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের ডিজি, সেন্ট্রাল এক্সাইজ-সহ অন্যান্য দফতরের প্রতিনিধিরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

20 October, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দীপাবলি

আজ দীপাবলি, আলোর উৎসব। দীপ অর্থাৎ প্রদীপ আর বলি অর্থাৎ সারি। অর্থ করলে দাঁড়ায় প্রদীপের সারি। দীপাবলি আলোর উৎসব যা মন্দের ওপর ভালর জয় আর অন্ধকারের ওপর আলোর প্রতীক। হিন্দু ধর্ম অনুসারে ১৪ বছর বনবাসের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে আসেন। রাবণবধ স্মরণ করে এই উৎসবটি পালন করা হয়। অযোধ্যায় রামের প্রত্যাবর্তনের পর প্রজারা প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রদীপ অর্থাৎ অজ্ঞানতা, কুসংস্কার এবং অশুভ শক্তি দূর করে আলোয় ফেরার প্রতীক। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দেবী কালী তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে রক্তবীজকে বংশবৃদ্ধি থেকে বিরত রেখে পরাজিত করেছিলেন। কালীপুজো এই বিজয়ের প্রতীক। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিকে দেবী কালীর আরাধনার জন্য উপযুক্ত সময় বলে মনে করা হয়। নিকষ কালো অন্ধকার থাকে এই সময়। এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতেই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সর্বত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখে। বিশ্বাস করা হয় নিকষ অন্ধকারেই অশুভ আত্মা ও অশুভ শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এই অশুভ শক্তিকে দুর্বল করতে ঘরের প্রতিটি কোনায় প্রদীপ জ্বালানো হয়। আমাদের দেশও অদ্ভুত এক সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেখানে দীপাবলি উৎসব খুবই অর্থবহ হয়ে উঠেছে। মানুষে-মানুষে বিভেদ। ধর্ম-বর্ণ নিয়ে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখা। নির্দিষ্ট মাতৃভাষাকে চিহ্নিত করে আক্রমণ শানানো হচ্ছে। খুন পর্যন্ত করা হচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতি আগে তৈরি হয়নি। ভারতীয় জনতা পার্টি এই পরিস্থতি তৈরি করেছে। কিন্তু এই অন্ধকার স্থায়ী হতে পারে না। আজকের দীপাবলির উৎসব তারই প্রতীক।

e-mail থেকে চিঠি

আজ কালীপুজো

আজ কালীনামে ডুব দেবে গোটা বাংলা। বাংলা মা কালীর ভক্ত। কালী দুর্ধর্ষ ডাকাতেরও মা। আবার দুষ্কৃতী দমনকারীরও মা। তিনিই আবার গৃহস্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী দক্ষিণাকালী কিংবা কালভৈরবী। তিনিই আবার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, অঘোরি সাধু অজয় নাথদের মতো সাধকদের কাছে আত্মার আত্মীয়। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে মা কালী হয়ে ওঠেন যেন রক্তে মাংসে গড়া আমাদের আপন গর্ভধারিণী। বাংলায় আজকে যে এই পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে কালী নামে সবাই পাগলপারা—এর পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই মা কালীর ভয়ঙ্কর, উগ্র রূপকে মমতাময়ী এক মায়ের চেহারায় নামিয়ে এনে মাতৃ আরাধনার পথকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। যেখানে শ্মশানবাসিনী হয়ে উঠেছেন সবার ঘরের মা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোর কলিকালের অবতার। কালীর এই মমতাময়ী, স্নিগ্ধ, আলোকময়ী, হিতৈষিণী রূপকে সামনে এনে তিনি কাল বা সময়ের অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছিলেন। দ্বারকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দেখিয়ে গিয়েছেন তিনিই একাধারে শ্যাম, একাধারে শ্যামাও।

চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনীর হাতে প্রেমের বাঁশি ধরিয়ে শ্রীরাধিকার পুজো গ্রহণ করেছেন। রাধারানির উপাস্য কালী তখন উগ্রচণ্ডা, ভয়ঙ্করী নন। বরং তিনি প্রেম-ভালবাসার এক মূর্ত প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমকে চিরন্তন করতে তিনি আবিভূর্তা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে 'যিনিই শ্যামা তিনিই শ্যাম'। আসলে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর শক্তি-স্বরূপ সর্বদা বিরাজ করেন যোগমায়া। সেই মায়ার খেলাতেই রাধিকার সঙ্গে প্রেমবন্ধনকে চিরন্তন করতে কৃষ্ণ নেন কালী রূপ। এই কৃষ্ণকালী হিন্দুধর্মের দুই বিবদমান ধারা শাক্ত এবং বৈষ্ণবের সমন্বয়ের প্রতীক। উভয় সম্প্রদায়েরই কাছে তিনি উপাস্য।

— সুকল্প শীল, নাকতলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কালীপুজোয় চেতলাই কলকাতার বারাসত

কালীপ্রতিমা বললেই চোখে ভেসে ওঠে কৃষ্ণবর্ণা, লোলজিহ্বা, তেজোদৃপ্ত দেবীমূর্তি। তবে নানা রূপে তিনি পূজিতা। কালীর বিভিন্ন রূপ দর্শনে কলকাতায় চেতলাতে যেতেই হবে। লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

দুর্গাপুজোর পর স্বাভাবিকভাবেই অবসাদের জেটল্যাগে গুটিয়ে যায় বাঙালি। যদিও তার মধ্যে লক্ষ্মীপুজোর ঘরোয়া আবহ এবং বিজয়ার জংশনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরে। আরও বেশি করে বললে ভায়া বিজয়া আমরা এগিয়ে চলি শক্তির আরাধ্য কালীপুজোর দিকে।

আলোর সমাগমে ঝলমলে হয়ে ওঠে আমাদের মন, প্রাণ, আত্মা। দীপাবলির প্রজ্বলনে পুজো পরবর্তী বিষণ্ণতা তো কাটেই। পাশাপাশি দীপান্বিতার পুজোয় অলক্ষ্মীকেও ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়। বলাবাহুল্য, এই অলক্ষ্মী বিদেয় হল গ্লানি এবং নেতিবাচকতার দারিদ্র থেকে মুক্তিলাভ।

বহুদিন আগে শৈশবে কোনও এক ভদ্রলোকের রিকশার পিছনে লেখা দেখেছিলাম, 'মা কি তোর একার?' ছোটবয়সে অত বুঝিনি। তবে শিশু মনে এটা বেশ দাগ কেটেছিল, মা তো শুধুই আমার।

ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি, মায়ের এত্ত রূপ! তাই তিনি সবার। ছোটবেলায় শিশুদের মুখে মাতৃদুগ্ধের মতো মা শব্দটি যখন আধো উচ্চারিত হয় তখনই সেই মাতৃশক্তির সঙ্গে জুড়ে যাই আমরা। অধুনা প্যান-আধার লিঙ্কের মতো মা এবং সন্তান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। মা কালী তো সেই শক্তির প্রতিভূ। যার একাধারে সন্তানের অপত্য স্নেহ বিরাজমান আবার অন্যদিকে সন্তানসন্ততির দিকে যে বা যারা হাত বাড়ায়, দুষ্কর্ম করতে উদ্যত হয় তাদের সমুচিত শিক্ষা দিতে মা প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠেন। যুগ যুগ ধরে দশমহাবিদ্যার বকলমে আমরা মায়ের এরকম নানা মূর্তি দেখেছি। কোথাও মা মাতৃময়ী স্নেহমমতায় ভরপুর। অপরদিকে অসুর বিনাশিনী মায়ের রণচণ্ডী মূর্তিও শোভিত হয়। সেখানে রক্তচামুণ্ডা থেকে ছিন্নমস্তার মতো ভয়ঙ্কর রূপে মা'য়ের উপস্থিতি। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের সমাহার। মা কালীর বৈচিত্র আস্বাদন করতে হলে বারাসত, নৈহাটি যেতেই পারেন।

যদিও কলকাতার বহু মানুষ কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান চেতলার কালীপুজো দেখে। বুড়ি ছোঁয়াটা অবশ্য শতাব্দীপ্রাচীন কেওড়াতলা মহাশ্মশান কালী দেখে।

এবার আবার সার্ধশতবর্ষে পদার্পণ করল শ্মশানকালী পুজো। সেদিক থেকে গুরুত্ব তো আছেই, তার সঙ্গে মহিমা মিলেমিশে একাকার। কাঠের চিতায় একাধারে যখন শবদেহ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তার পাশে মায়ের মূর্তি অসম্ভব জীবন্ত। মা যেন সন্তানের যাবতীয় পাপ-তাপ ধারণ করে অগ্নিধাত্রী হয়ে উঠেছেন। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্মশানে মায়ের পুজো শুরু হয়। বংশপরম্পরায় সেই ধারা অব্যাহত আছে। বাম জমানায় যখন শ্মশান স্বপন এবং শ্রীধরের তাণ্ডবলীলা চলত তখনও যেমন মায়ের আরাধনা হয়েছে এখন মা-মাটি-মানুষের আমলে কলকাতা পুরসভার অগ্রণী ভূমিকায় কেওড়াতলা মহাশ্মশান তিরোধানের মধ্যেও আক্ষরিক অর্থেই নান্দনিক শিল্পকলা তথা পরিষেবার পরিচর্যায় শ্মশানবন্ধু হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন, দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ তথা ওই ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের পুরপ্রতিনিধি মালা রায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

কেওড়াতলায় মায়ের পুজোর কথা দিয়ে চিচিংফাঁকে চেতলায় যাওয়ার আগে লেক সংলগ্ন লেক কালীবাড়ি এবং ট্রাঙ্গুলার পার্কের ডাকাত কালী ছুঁয়ে না গেলে মা নিশ্চিতভাবে পাপ দেবেন। লেক কালীবাড়িতে মূল মূর্তির পাশাপাশি দশমহাবিদ্যার নানা রূপ বিদ্যমান। নতুন ভবনটি নির্মীয়মাণ! আর ডাকাত কালীবাড়ি সম্পর্কে কথিত আছে, গোবিন্দপুর যুগে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত করা ছিল বাধ্যতামূলক।

এবার আসি বহু প্রতীক্ষিত চেতলায়। দুর্গাপুর ব্রিজ পেরোলেই পেয়ে যাচ্ছি চামুণ্ডা মায়ের মূর্তি। আরাধনা সমিতির পরিচালনায় একটা সময়ে এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা ছিল চেতলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কুখ্যাত মস্তানরা। এখানেই কিন্তু কালীপুজোর আরও এক অভিনব দিক খুলে যাচ্ছে। শক্তির প্রতিভূ মা কালী এবং তাঁর নানা রূপ। সেইজন্য জ্যোতিষ মতেও যে গ্রহকে সাহস এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয় সেই মঙ্গল গ্রহের সঙ্গেও মস্তান এবং পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর অভূতপূর্ব যোগ রয়েছে। সাহস ছাড়া ডাকাতি-মস্তানিও হয় না আবার পুলিশ বা আর্মির পক্ষে শত্রুর মোকাবিলা অসাধ্য। চামুণ্ডা থেকে সোজা ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে চলে আসি অপরপ্রান্ত তথা বিখ্যাত চেতলা হাটের এক পাশের মিলন সংঘ ক্লাবের রক্তচামুণ্ডার আরাধনায়। তার সঙ্গে অতি অবশ্যই ছুঁয়ে যেতে হবে চেতলার অতি প্রাচীন এক ইতিহাসকে। যে ইতিহাসের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শ। নেতাজি যেমন কালীভক্ত ছিলেন, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মিলন সংঘের পড়শি পুজো হিন্দ সংঘ ক্লাবের।

প্রয়াত অরুণভূষণ গুহর অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দ সংঘের ব্যাটন পরবর্তীতে চলে যায় তাঁর সুযোগ্য সহোদর বঙ্গবীর, মিস্টার ইন্ডিয়া প্রভৃতি সম্মাননায় ভূষিত ব্যায়ামবীর স্বর্গীয় তরুণভূষণ গুহর হাতে।

প্রসঙ্গত, তরুণবাবুর অদম্য চেষ্টায় ঠাকুরপুকুরের সামালি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে সারমেয় সমাধি ভূমি। কলকাতা তথা দেশের ইতিহাসে ডগ বারিয়াল গ্রাউন্ডের অভিনবত্বে নিঃসন্দেহে নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি এক উল্লেখযোগ্য নাম।

বস্তুত, কালীপুজোর সঙ্গে ব্যায়ামগার তথা শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছে এভাবেও।

জাম্প কাটে এবার চলে যেতে হচ্ছে চেতলার অপর অংশে ২৪ পল্লির দশমহাবিদ্যায়। কালী, তারা, ধুমাবতী, ছিন্নমস্তা, কমলা, বগলা, মাতঙ্গীরা এখানে জোট বেঁধে গড়ে তুলেছেন মহাশক্তির মাহাত্ম্য। চেতলায় এসে দশমহাবিদ্যা মিস করলে চলবে না।

ঘুরেফিরে পরিশ্রান্ত হলে একটু-আধটু ডাবের জল বা ফলের রস খেয়ে (সিজন চেঞ্জের সময়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক একদম নয়) জিরিয়ে ঝরঝরে হয়ে চলে যেতে হবে ৮৬ পল্লির ছিন্নমস্তায়। যেসব মানুষ নানা দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, মামলা-মোকদ্দমা থেকে অপঘাত ইত্যাদির ভয়ে অবসাদগ্রস্ত তাঁদের জন্য জ্যোতিষ মতে রাহুর আরাধ্য ছিন্নমস্তার পুজো দেখা আবশ্যিক। অবশ্যই নানা নিয়মের বেড়াজালে বেঁধে তবেই। কারণ, ছিন্নমস্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হারাকিরির শামিল। চেতলা হল কালীপুজোর কোলাজ। গোবিন্দ আড্ডি রোডে মন্ত্রী ববি হাকিমের ক্লাব অগ্রণী, রাখাল দাস আড্ডি রোডের হাজার হাত কালী, শ্বেত কালী, মা ষোড়শী, রাজবল্লভী, সব্জিবাগানের দশমুণ্ড কালী, আদ্যা কালী, ভবতারিণী, দক্ষিণাকালী, কিরীটেশ্বরী থেকে মায়ের সবরকম মূর্তি চেতলার নানা প্রান্তে পূজিত হন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে চেন দিয়ে বাঁধা ডাকাত কালীর কথা। কথিত আছে, এক ভয়ানক ডাকাতের হাতে প্রতিষ্ঠিত এখানকার মা। তাঁকে চেন দিয়ে বাঁধার মধ্যে ভক্তির বন্ধন ফুটে ওঠে।

গীতাঞ্জলি স্পোর্টিং ক্লাবের চন্দ্রঘণ্টা কালীপুজোও অত্যন্ত জনপ্রিয় চেতলায়। শেয়ার বাজারে মুহুরত ট্রেডিং শুরু এবং শেষের সময়ে যেমন ঘণ্টা বাজানোর প্রথা রয়েছে চন্দ্রঘণ্টাও একইভাবে পুজোর বোধন এবং বিসর্জনের ঘণ্টাধ্বনি করে।

পরিশেষে বলতে হয় মা গঙ্গাকে ভগীরথ যখন এই ধরাধামে নিয়ে আসেন তখন মা দক্ষিণাকালীর আশীর্বাদধন্য এই অঞ্চলেও সেই চিহ্ন পড়েছিল। স্থানীয় এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বাইরেও চেতলা সন্নিহিত গঙ্গায় একসময় চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য করতে আসতেন বলে মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে। তাই কলকাতার কালীপুজো মানে চেতলা মাস্ট।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাস্তা মেরামতির সময় দাঁড়িয়ে থাকা রোড রোলারে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় কিশোরের মৃত্যু। বাগদা থানার হেলেঞ্চা দত্তপুলিয়া সড়কের চরমগুল এলাকার ঘটনা। মৃত কিশোরের নাম আকাশ মল্লিক

দেউচা পাঁচামি প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাসল্ট উত্তোলনের কাজ শুরু হচ্ছে

প্রতিবেদন : দেউচা পাঁচামি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাসল্ট উত্তোলনের কাজ শুরু হতে চলেছে। এজন্য নতুন সংস্থা বা এমডিও নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লুবিপিডিসিএল)। প্রথম পর্যায়ের মতোই 'রাজস্ব ভাগাভাগি মডেল'-এ চলবে ব্যাসল্ট উত্তোলনের কাজ।

বর্তমানে ১২ একর জমিতে প্রথম পর্যায়ের ব্যাসল্ট খনন চলছে ডব্লুবিপিডিসিএলের তত্ত্বাবধানে। এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩১৪.৭৮ একর এলাকায় কাজ করবে নির্বাচিত সংস্থা। প্রথম পর্যায়ের চুক্তি শেষ হলে ওই ১২ একর জমিও যুক্ত হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে।

ডব্লুবিপিডিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম পর্যায়ের খননকাজ শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার টন ব্যাসল্ট উত্তোলন হয়েছে। টেন্ডার নথি অনুযায়ী, রাজস্ব ভাগাভাগিতে ডব্লুবিপিডিসিএলের অংশ নির্ধারিত হয়েছে ৪৫ শতাংশ,

আর প্রথম পর্যায়ের সংস্থার ক্ষেত্রে সেই অংশ ছিল ৭১.৫ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্থাকে ৩২৬.৭৮ একর এলাকার ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন (জিওলজিক্যাল রিপোর্ট) এবং খনি পরিকল্পনা (মাইন প্ল্যান) প্রস্তুত করতে হবে।

৩১৪.৭৮ একর এলাকার অনুমোদিত মাইন প্ল্যানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনগত ছাড়পত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হবে। পরবর্তীতে ১২ একর প্রথম পর্যায়ের জমি যুক্ত করে মোট ৩২৬.৭৮ একর জমির সংশোধিত মাইন প্ল্যান অনুমোদিত হলে সেই অনুযায়ীও নতুন ছাড়পত্র নিতে হবে।

ডব্লুবিপিডিসিএলের কর্তারা জানিয়েছেন, দেউচা পাঁচামির কয়লাখনি কার্যকর করার প্রথম বড় ধাপই হল ব্যাসল্ট খনন, কারণ ওই কয়লার স্তরের উপরে ঘন ব্যাসল্ট শিলাস্তর রয়েছে।

বীরভূম জেলার মহম্মদবাজারের দেউচা পাঁচামি প্রকল্পকে বাংলার পরিকাঠামো বিকাশের অন্যতম ইঞ্জিন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানে প্রায় ১,২৪০ মিলিয়ন টন কয়লা এবং ২,৬০০ মিলিয়ন টন ব্যাসল্ট মজুত রয়েছে। ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক ডিপিডিএইচ (দেউচা পাঁচামি দেওয়ানগঞ্জ হারিনসিংহা) ব্লকটি ডব্লুবিপিডিসিএল-এর হাতে বরাদ্দ করে। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২২ জুন সংশোধিত বরাদ্দপত্র জারি করা হয়।

■ উত্তর কলকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বিখ্যাত ফাটা কেষ্টর পুজোর উদ্বোধনের পর ক্লাবের সবার সঙ্গে মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তৃণমূলে সংখ্যালঘু সেল ও ব্লক সভাপতি পদে রদবদল

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সংখ্যালঘু সভাপতি পদে রদবদল করা হল। সেইসঙ্গে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিটিতে করা হল সংযোজন। রবিবার একইসঙ্গে তিন সাংগঠনিক জেলার ব্লক সভাপতিদের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হয়। দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে এই নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

এদিন তৃণমূলের ফেসবুক পেজে বসিরহাট, নদিয়া ও বীরভূম সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার, যুব, মহিলা এবং আইএনটিটিইউসি'র ব্লক বা টাউন সভাপতিদের তালিকা ঘোষণা করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নবনিযুক্তদের অভিনন্দন জানানো হয় সোশ্যাল মিডিয়া পেজে এবং তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা জানানো হয়। সংখ্যালঘু সেলের নবনিযুক্ত জেলা সভাপতি ও রাজ্য কমিটিতে সংযোজিত সদস্যদেরও অভিনন্দন জানানো হয়।

শহরে একাকী বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : শহরে ফের একাকী বৃদ্ধার মৃত্যু। শনিবার রাতে এন্টালি থানা এলাকায় বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে উদ্ধার দেহ। কী করে মৃত্যু তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, এন্টালির পটারি রোডের একটি পাঁচতলা আবাসনের দোতলায় একাই থাকতেন বছর ৫৭-র রেখা সাহা। দুই সন্তানের মধ্যে ছেলে কর্মসূত্রে থাকেন বিদেশে, আমেরিকায়। আর মেয়ে থাকেন বিহারে। শনিবার সকাল থেকে রেখার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না প্রতিবেশীরা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। শেষে পুলিশে খবর দেন প্রতিবেশীরা। এন্টালি থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতর থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধার। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে ছেলে-মেয়েকে।

টোটোর রেজিস্ট্রেশন শুরু

প্রতিবেদন : টোটো থাকলে রেজিস্ট্রেশন করতেই হবে। এই নিয়ম আগেই জানিয়েছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। গত ৯ অক্টোবর সরকারি ভাবে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারির ৯ দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রেশন করে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল টোটো চালকদের হাতে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী শনিবার মশাটে

চণ্ডীতলা ১ বিডিও অফিসে শংসাপত্র তুলে দেন চালকদের হাতে। তিনি বলেন, যেসমস্ত চালকরা এতদিন টোটো চালাচ্ছেন, তাঁদের নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। সরকার সামান্য টাকার বিনিময়ে তাঁদের স্বীকৃতি দিচ্ছে। টোটো চালকদের সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে আনার কথা ভাবা হচ্ছে। এর ফলে দুর্ঘটনাজনিত সুযোগ সুবিধা-সহ, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা মিলবে। ৩০ নভেম্বরের পর থেকে রেজিস্ট্রেশন না থাকলে সেই টোটো আর রাস্তায় নামতে পারবে না বলেও জানান তিনি। এর ফলে নতুন করে আর অবৈধ টোটোর সংখ্যা বাড়বে না। এখন যেগুলো চলছে সেগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। আরটিও অফিস এবং বাংলা সহায়তা কেন্দ্র থেকে টোটো রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হবে। মন্ত্রী জানান, ১৭৪০ টাকা দিলে আগামী এক বছর কোনও খরচ নেই। টোটোয় থাকবে কিউআর কোড, ওতেই মিলবে সব তথ্য। টোটোর রেজিস্ট্রেশন হওয়াতে টোটো চালকরা খুশি।

■ বনহুগলি যুবক সংঘের ৩৯তম বর্ষের শ্যামাপুজোর উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আছেন শঙ্কর রাউত, অঞ্জন পাল।

সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতিদের তালিকা

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনসাপেক্ষে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ৩৬টি সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতিদের নাম প্রকাশ করল দল। এ ছাড়াও একজন সহ-সভাপতি, ৯ জন সাধারণ সম্পাদক এবং ৫ জন সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা হয়েছে যাঁদের টিএমসি-র রাজ্য সংখ্যালঘু কমিটিতে রাখা হয়েছে। প্রকাশিত তালিকায় পুরনো মুখের সঙ্গে অনেক নতুন মুখও রয়েছে। নিচে রইল তালিকা—

আলিপুরদুয়ার	: কৃষ্ণা বসুমতী
কোচবিহার	: নরুল আমিন চৌধুরি
জলপাইগুড়ি	: মিজানুল রহমান
দার্জিলিং পাহাড়	: পরে ঘোষণা হবে
দার্জিলিং সমতল	: মহঃ ইমতিয়াজ আলি
উত্তর দিনাজপুর	: জাভেদ আখতার
দক্ষিণ দিনাজপুর	: মাহবুর রহমান সরকার
মালদহ	: মহঃ নজরুল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর)	: আবুল কওসর
মুর্শিদাবাদ (জঙ্গিপুর)	: মহঃ বারিউল ইসলাম
বীরভূম	: কাজি ফরজুদ্দিন
পূর্ব বর্ধমান	: জাকির হোসেন
পশ্চিম বর্ধমান	: সৈয়দ মাফুসুল হাসান
বাঁকুড়া	: তাফিকুর রহমান
বিষ্ণুপুর	: শেখ সাজাহান
পুরুলিয়া	: সাদ্দাম আনসারি
ঝাড়গ্রাম	: শেখ সুবান আলি
পূর্ব মেদিনীপুর (তমলুক)	: জালালউদ্দিন
পূর্ব মেদিনীপুর (কাঁথি)	: শেখ আনোয়ার উদ্দিন
পশ্চিম মেদিনীপুর (ঘাটাল)	: শেখ নজরুল ইসলাম
পশ্চিম মেদিনীপুর (মেদিনীপুর)	: মিরাজুল ইসলাম
হাওড়া গ্রামীণ	: শেখ জুবের আলম
হাওড়া শহর	: শেখ সাজ্জাদ হুসেন
হুগলি (আরামবাগ)	: শেখ আব্বাস আলি
হুগলি (শ্রীরামপুর)	: শেখ আবদুল জাব্বার
নদিয়া (কৃষ্ণনগর)	: লিলুফার হোসেন শেখ
নদিয়া (রানাঘাট)	: আকমল সর্দার
কলকাতা (উত্তর)	: সানা আহমেদ
কলকাতা (দক্ষিণ)	: মহঃ বিলাল খান
উত্তর ২৪ পরগনা (বনগাঁ)	: সৌরভ শেখ
উত্তর ২৪ পরগনা (বারাসত)	: মহঃ আফতাব উদ্দিন
উত্তর ২৪ পরগনা (বসিরহাট)	: ইয়াকুব আলি খান
উত্তর ২৪ পরগনা (দমদম বারাকপুর)	: নৌশাদ আলম
দক্ষিণ ২৪ পরগনা (ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর)	: বাহারুল ইসলাম
দক্ষিণ ২৪ পরগনা (সুন্দরবন)	: গিয়াসুদ্দিন মোল্লা

রাজ্য সংখ্যালঘু কমিটির সংযোজিত তালিকা

সহ-সভাপতি » রফিকুল হাসান

সাধারণ সম্পাদক » মহঃ নিয়াজ, রফিকুল ইসলাম, মহঃ রাইহান আলম, টিঙ্কুর রহমান বিশ্বাস, শেখ হায়দার আলি, ইকবাল আহমেদ, বিজলি রহমান, শেখ ইসলামউদ্দিন, তাফজিল আহমেদ

সম্পাদক » ইমরান হোসেন, শেখ গুলাম মুরসালিম, সিদ্দিকি হোসেন, সৈয়দ হাবিবুর রহমান, মহঃ হাবিবুল্লা

রাজ্য
20 October, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দীপাবলির শহরে আলোর রোশনাই

কালীপুজোর আগের রাতেই বারাসতে নামল দর্শনার্থীর ঢল

■ নবপল্লি আমরা সবাই ক্লাবের মণ্ডপ।

সুমন তালুকদার ● বারাসত

কালীপুজোর বারাসতে ঢল নামল দর্শনার্থীদের। শ্যামামায়ের আরাধনার আগের রাতেই প্যান্ডেল হপিং শুরু। দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে নির্ধারিত দিনের আগেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিধি লাগু করতে হল পুলিশকে।

বারাসতের প্রতিটি মণ্ডপ-সজ্জাই তাক লাগানো। বারাসাতে এই থিম ভাবনার 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে ধরা হয় রেজিমেন্ট ক্লাবকে। সাফল্যের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে এবার তাদের চমক তিরুপতি বালাজি মন্দির। সাদা পাথরের গঠন ও নকশা দক্ষিণ ভারতের দেবালয়ের অনুকরণে। চন্দনগরের আলোকসজ্জায় ফুটে উঠেছে দেবতার মাহাত্ম্য। বিগত কয়েক বছর ধরে থিম নির্ভর মণ্ডপসজ্জায় তাক লাগাচ্ছে বারাসতের কালীপুজোর অন্যতম সেরা ক্লাব কেএনসি রেজিমেন্ট। বারাসতের পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের পুজোর চমক 'হে বঙ্গভূমি, তুমি অন্তর্যামী'। মূলত বাঙালি ও বাংলা ভাষাকে সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। বাংলায় কথা বলার দায়ে বাংলাদেশি সন্দেহে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকেরা ভিনরাজ্যে পুলিশের হাতে হেনস্থার মুখে পড়ছেন। তা যেমন তুলে ধরা হয়েছে এই মণ্ডপসজ্জায়, তেমনই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালিদের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালি অস্মিতার সঙ্গে মণ্ডপ ভাবনায় আলো ও সৃজনশীল কারুকার্য এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

■ রেজিমেন্টের মণ্ডপ।

■ কেএনসি রেজিমেন্টের মণ্ডপ

নবপল্লির আমরা সবাই ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপসজ্জাও এবার বিশেষ আকর্ষণীয়। সেখানে উঠে এসেছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা সাম্রাজ্য। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত পৌরাণিক শহর দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সাম্রাজ্যের ছয় থেকে সাতটি কাঠামো দেখতে পারবেন বারাসতের দর্শনার্থীরা। মণ্ডপের এই মূল ভাবনার নেপথ্যে রয়েছেন পুজো কমিটির প্রধান কর্তা তথা বারাসতের পুরপিতা অরুণ ভৌমিক। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি কালীমূর্তি। তবে কালী প্রতিমা এখানে কৃষ্ণ-কালী রূপী। সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা এবং ১৫ ফুট চওড়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট মাতৃ প্রতিমা। এই প্রসঙ্গে অরুণ ভৌমিক বলেন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা সাম্রাজ্য সমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বিলীন হওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা সাম্রাজ্য কেমন ছিল, সেটা আমাদের পুজো মণ্ডপে এলেই দেখতে পাবেন দর্শনার্থীরা।

■ ভবানীপুর দেশপ্রাণ স্মৃতি সংঘের কালীপুজো উদ্বোধনে মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রবিবার।

■ লেকটাউন মিলন সংঘের কালীপুজোর সূচনায় মন্ত্রী সুজিত বসু, প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরি-সহ বিশিষ্টরা। রবিবার।

■ আমতার বেতাই আমরা কয়জনা ক্লাবের ৫৯তম বর্ষের কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল।

নারকেলডাঙায় বধূ খুনে ধৃত স্বামী-ননদ

প্রতিবেদন : অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, শ্বাসরোধ করে খুনই করা হয়েছিল নারকেলডাঙার গৃহবধূকে! ময়নাতদন্তের রিপোর্টেই পরিষ্কার হল রহস্য। দ্রুত খুনের মামলা রুজু করে মৃতার স্বামী ও ননদকে গ্রেফতার করল নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। অভিযুক্ত আরও দুই এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। শিয়ালদহ আদালতের বিচারক ধৃতদের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজা দীনেন্দ্র চন্দ্র স্ট্রিটের বাসিন্দা সঞ্জয় সিংয়ের সঙ্গে বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয় বিহারের নয়না কুমারী ওরফে রাখি সিংয়ের। বিয়ের পর থেকেই স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন পণের দাবিতে রাখির উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। প্রতিদিন চলত মারধর। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ওই তরুণীকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। তরুণীর পরিবারের তরফে অভিযোগে সেইসময় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছিল। তারপর গত বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে খুনের বিষয়টি পরিষ্কার হয়। পিএম রিপোর্টে শ্বাসরোধ করে খুনের উল্লেখ করা হয়। দ্রুত মৃতার স্বামী সঞ্জয় সিং, ননদ রেখা পোয়াল-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করে তদন্তে নামে পুলিশ। তারপর শনিবারই স্বামী ও ননদকে গ্রেফতার করা হয়।

■ রবিবার বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্কে মাড়োয়ারি সমাজের লক্ষ্মী ও গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন মাড়োয়ারি সমাজের বিশিষ্টরা।

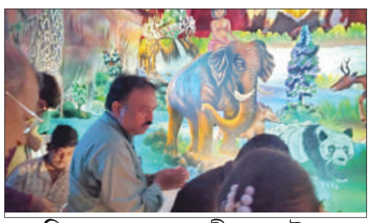

■ দক্ষিণ বারাসতে কালীপুজো উদ্বোধনে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।

আতশবাজিই পোড়ান আর্জি জানাল পর্ষদ

প্রতিবেদন : কালীপুজো ও দীপাবলির দু'দিন আগে থেকেই খারাপ হচ্ছে শহরের বাতাস। শনিবার থেকে হঠাৎই নিম্নমুখী বাতাসের গুণগত মান। সপ্তাহান্তে দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বায়ুর গুণমান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) প্রায় ২৫০-র কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক! আগামী দু-তিনদিনে বাজি পোড়ানোর হার বাড়লে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলেই আশঙ্কা। প্রশ্ন উঠছে, কালীপুজো ও দীপাবলির উৎসবের মুখে শব্দবাজি নিষিদ্ধ হলেও, আপাত নিরীহ আতশবাজিও কি পুরোপুরি নিরাপদ? তাই এই পরিস্থিতিতে শহরবাসীর কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আবেদন, আতশবাজি পোড়ানোর ক্ষেত্রে যেন প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আচরণ করেন!

শনিবার বিকেলে যাদবপুরের স্বয়ংক্রিয় বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে একিউআই ছিল ২৪২। আর সিঁথিতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে তা পৌঁছায় ২৫২-এ। দুটি এলাকাকেই 'নিম্নমান' বা 'খারাপ' বিভাগে রাখা হয়েছে। যেখানে শুক্রবার বিকেলে দুটি এলাকায় একিউআই ছিল যথাক্রমে ১৭৯ এবং ১৮৫। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মতে, বর্ষা বিদায়ের পর বাতাসে আর্দ্রতা কমে যাওয়ায় ভাসমান ধূলিকণার স্তর নিচে নেমে এসেছে। তার সঙ্গে আতশবাজির ধোঁয়া যুক্ত হয়ে দূষণের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে। তাই কালীপুজোর দিন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিশেষ দল ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাবে। আতশবাজি পোড়ানো সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পর্ষদের কন্ট্রোল রুম খোলা সারাদিন।

■ হাওড়ার চারাবাগান নেতাজি সংঘের পুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ রায়, প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার শিশির ঘোষ-সহ আরও অনেকে। রবিবার।

■ রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার বিজয়া সম্মিলনী। জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস ঘোষের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে তৃণমূল রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, প্রাক্তন মন্ত্রী রত্না ঘোষ, জেলা সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, যুব তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ মণ্ডল-সহ অন্যরা। রবিবার।

নরাধম বাবা। নিজেরই মাধ্যমিক পড়ুয়া মেয়েকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করে দেওয়ার অভিযোগে শেষমেশ গ্রেফতার। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সন্তান প্রসব করে পালায় ১৬ বছরের মেয়ে। পরে পুলিশ জানতে পারে

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরই জরুরি ভিত্তিতে বাঁধনির্মাণ ডিমা নদীতে

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

■ বাঁধ তৈরির কাজ পরিদর্শনে সেচ আধিকারিকদের সঙ্গে সুমন কাঞ্জিলাল।

পাঁচ অক্টোবরের বিপর্যয়ের পর, আলিপুরদুয়ার জেলার বিপর্যস্ত এলাকার পুনর্গঠনের কাজ খতিয়ে দেখতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বন্যাপরবর্তী পুনর্গঠনের কাজে সংশ্লিষ্ট সমস্ত দফতরকে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনকে বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট দফতরকে রিপোর্টও দিতে বলেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের সূত্র ধরেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বিবেকানন্দ-২ গ্রামপঞ্চায়েতের ১২/১৪১ পার্টে পশ্চিম জিৎপুর এলাকায় ডিমা নদীর ভাঙন পরিদর্শন করেন। সে সময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে লিখিতভাবে ডিমা নদীর ভাঙন রোধে দ্রুত বাঁধনির্মাণের দাবি জানান। এরপর সুমন স্থানীয়দের সেই দাবিকে সেচ দফতরের সামনে পেশ করেন। এরপরই ভাঙন প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে বাঁধনির্মাণের কাজ শুরু করে সেচ দফতর। রবিবার সেই বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। কর্মীদের দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলতে অনুরোধ করেন। বলেন, বাঁধ তৈরি হলে নদীতীরবর্তী মানুষেরা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

গোয়ায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে সাহায্য নিয়ে প্রশাসন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : গোয়াতে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় রায়গঞ্জ ব্লকের শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিগ্রামের মাত্র আঠারো বছরের শের আলির। অসহায় ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ওই পরিবারের হাতে পঞ্চায়েত এবং ব্লকের পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকার আর্থিক সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জয়েন্ট বিডিও নিজে গিয়ে তা তুলে দেন। পাশাপাশি সরকারি সমব্যথী প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা তুলে দেওয়া হবে মৃত শ্রমিকের পরিবারের হাতে। মৃতদেহ কফিনবন্দি করে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাগডোগরায় কফিনবন্দি মৃতদেহ নামার পর সেখান থেকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত দেহ নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ির বন্দোবস্ত করবে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি অন্য সুযোগ-সুবিধা কীভাবে ওই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করেছে জেলা প্রশাসন। দারিদ্র ঘোচানোর জন্য শের আলি পাড়ি দিয়েছিলেন গোয়ায়। তাঁর বাবা দিনমজুর, মা গৃহবধূ। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ১৭ অক্টোবর দক্ষিণ গোয়ার এক জাহাজে কাজ করার সময় হঠাৎ ঘটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। তাতেই শেষ হয়ে যায় শের আলির সব স্বপ্ন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু হয় সেই দুর্ঘটনায়।

■ মৃত শ্রমিকের বাড়ি গিয়ে সাহায্য দেন।

বনকর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত পাকড়াও চিতাবাঘ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আবারও চা-বাগান থেকে উদ্ধার এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। শনিবার রাতে জলপাইগুড়ি জেলার গেন্দ্রাপাড়া চা-বাগানে পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে সে। কয়েকদিন ধরেই এলাকায় চিতাবাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সেই আতঙ্কের প্রেক্ষিতেই বন দফতরকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা দ্রুত চা-বাগানের এক প্রান্তে খাঁচা পেতে রাখেন। অবশেষে শনিবার রাতে সেই খাঁচায় ধরা পড়ে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘটি। বনকর্মীরা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে তাকে উদ্ধার করেন। বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধরা পড়া চিতাবাঘটির প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কদিন পরেই পুনরায় গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ির মুখ্য বনপাল বিকাশ ভি জানান, চিতাবাঘটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং আপাতত সুস্থ। আমাদের দলের সদস্যরা দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন। আমরা নজরদারি বাড়িয়েছি যাতে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘর্ষ এড়ানো যায়।

ধূপগুড়িতে টোটো রেজিস্ট্রেশন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজ্য জুড়ে টোটো চলাচলে শৃঙ্খলা আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবহণ দফতরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে টোটো রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। এই উদ্যোগে টোটোচালকদের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও সহায়ক হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পুরসভা এলাকায় শনিবার থেকেই এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করেন পরিবহণ দফতরের আধিকারিক পাপ্পু রায় এবং ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন পর্যন্ত রাজ্যে টোটোর কোনও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান বা নথিভুক্ত তথ্য সরকারের কাছে ছিল না। ফলে দুর্ঘটনা বা অপরাধমূলক কাজে টোটো ব্যবহৃত হলে তা চিহ্নিত করা কঠিন হত। এখন থেকে প্রতিটি টোটো ও তার মালিক-চালকের তথ্য সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত থাকবে, যা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রথম পর্যায়ে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য চালকদের ১৬০০ টাকা ফি দিতে হচ্ছে, যা ছয়মাস অন্তর নবীকরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রাজেশ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় রাজ্যে টোটো ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আসবে। টোটোচালকরা সরকারি স্বীকৃতি পাবেন।

বেঙ্গালুরুতে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল রতুয়ার পিয়ারুলের

সংবাদদাতা, মালদহ : আবারও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু। শোকের ছায়া মালদহে। রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের বাহিরকাপ গ্রামের তরতাজা যুবক পিয়ারুল হক (৩২) কাজের সূত্রে গিয়েছিলেন বেঙ্গালুরুতে। পরিবারের মুখে অন্ন জোগাতে মাসতিনেক আগে পাড়ি দিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। কিন্তু সেই কর্মস্থলই শেষপর্যন্ত কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ। গত শুক্রবার বহুতল ভাঙার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় পিয়ারুলের। মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এক তরুণ শ্রমিকের স্বপ্ন। বাড়িতে স্ত্রী আয়েশা খাতুন, দুই ছোট কন্যা এবং বৃদ্ধ মা-বাবা সবাই ভেঙে পড়েছেন। এখন শুধু অপেক্ষা প্রিয়জনের নিথর দেহ ঘরে ফেরার। পিয়ারুলের মৃত্যুতে গোটা গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। রবিবার মৃতের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানান রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় ও মালদহ জেলা পরিষদের প্রতিনিধি লাল্টু চৌধুরি। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন অসহায় পরিবারের পাশে সবরকমভাবে থাকবেন। গ্রামবাসীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে একটাই প্রশ্ন ঘুরছে সকলের মনে, ভিনরাজ্যে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কতদিন এভাবেই প্রাণ হারাতে থাকবে মালদহের পরিযায়ী শ্রমিকেরা!

রায়তি জমিতে নিকাশি নালা, বাধা দিয়ে বিজেপির প্রতিহিংসার বলি

সংবাদদাতা, মালদহ : পুরাতন মালদহ ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়পুকুরিয়া গ্রামে উত্তেজনা। অভিযোগ, বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী ও তাঁর মদতে একদল গ্রামবাসী সরকারি সাবমার্সিবল পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেন, ফলে পানীয় জলের তীব্র সংকটে পড়েছেন বহু গ্রামবাসী। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, স্থানীয় রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি অস্থায়ী নিকাশি নালা বহু বছর ধরে রয়েছে। সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির অর্থে সেই নালাটিকে পাকা করার উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। কিন্তু কোনও অনুমতি ছাড়াই গ্রামের কিছু মানুষের রায়তি জমির উপর দিয়ে পাকা ড্রেন তৈরির কাজ শুরু হয়। জমির মালিকেরা বাধা দিলে তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। সরকারি পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। আর পুরোটাই বিজেপি উপপ্রধানের স্বামীর মদতে ঘটেছে।

ধূপগুড়িতে গড়ে উঠল মায়াপুরের ইসকন মন্দির

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

উত্তরবঙ্গের কালীপুজো মানেই ধূপগুড়ির এসটিএস ক্লাব। প্রতি বছরই এই ক্লাব কী থিমে পুজো করছে, তা জানতে মুখিয়ে থাকেন উত্তরবঙ্গের মানুষ। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ক্লাব কালীপুজোকে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উৎসবে রূপ দিয়েছে। এবারের ৫৫তম বর্ষে তৃণমূলের জনপ্রিয় নেতা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক তথা ধূপগুড়ির পুর প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রাজেশকুমার সিংয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজোয় এবার থিম 'মায়াপুরের ইসকন মন্দির'। চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, নিখুঁত মডেল নির্মাণ এবং শান্ত-ভক্তিময় আবহে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের প্রাঙ্গণ। প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন শুধু এই ক্লাবের পুজো দেখতে। পুজোকে ঘিরে মেলা, আলো, সাজসজ্জা, খাবার ব্যবসা ইত্যাদি জমে ওঠে। চমকপ্রদ আতশবাজি ও আলোর খেলার উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋত্বিকা সেন। ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্টজনেরা। আয়োজক রাজেশ বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু এক সুন্দর পুজো করা নয়, বরং ধূপগুড়ির মানুষকে নিয়ে একত্রে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। মায়াপুরের ইসকন থিমের মাধ্যমে আমরা শান্তি, ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার বার্তা দিতে চেয়েছি। আধুনিক সাউন্ড ও লাইট সিস্টেমের পাশাপাশি রাখা হয়েছে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাও।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 October, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

নাগরিক কমিটি গড়ে ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বিএলওরা এলে আপনারা তাঁর সঙ্গে যান। গ্রামে কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর ফর্ম আপনারা পূরণ করে জমা দিন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নাগরিক কমিটি গঠন করে নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন। বাঁকুড়ার সিমলাপালের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে দলীয় কর্মীদের এমন নিদান দিলেন সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। এসআইআর নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি উত্তাল। বিএলও নিয়োগ নিয়েও উঠছে বিভিন্ন প্রশ্ন। আর এসবের মাঝেই এবার বিতর্ক উসকে দিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বাঁকুড়ার সিমলাপালে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে দলের কর্মীদের বিএলওদের সঙ্গে যাওয়ার নিদান দিয়ে তাঁর দাবি, সারা রাজ্যে এসআইআরের নামে ১ কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। তা রুখতে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক জায়গায় বিএলও কর্মীরা গ্রামে গেলে তাঁর সঙ্গে দলের বুথ স্তরের কর্মীদের যেতে হবে। গ্রামের একটি নামও যাতে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর ফর্ম নিয়ে কর্মীদেরই পূরণ করে বিএলও-র কাছে জমা করতে হবে।

■ সিমলাপালের বিজয়া মঞ্চে বক্তা সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী।

শহিদ মাতঙ্গিনী স্মরণে

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : মেদিনীপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বীর শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন। মাতঙ্গিনী হাজরা (১৯ অক্টোবর ১৮৭০-২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২) ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহান বিপ্লবী নেত্রী। ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার সামনে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। 'গান্ধীবুড়ি' নামে পরিচিত ছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় যুব তৃণমূলের তরফে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, রাজ্য নেতৃত্ব প্রদ্যোত ঘোষ-সহ অন্যরা।

■ দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর নিউটন ইয়ং কর্নারের শ্যামাপূজার ৫০ বর্ষে জৈনমন্দিরের আদলে গড়া মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, মলয় ঘটক-সহ জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, কমিশনার, দুর্গাপুর রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা চেয়ারম্যান, আড্ডার চেয়ারম্যান প্রমুখ।

■ দুর্গাপুরে যুবশক্তি স্পোর্টিং ক্লাবের শ্যামাপুজোয় জাগোবাংলা স্টলের উদ্বোধনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

■ বারাসতে কালীপুজো উদ্বোধনে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি সংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ সিউড়ি থানার পুরন্দরপুরে বান্ধব সমিতির কালীপুজোর উদ্বোধনে অনুব্রত মণ্ডল।

চাষিদের দাবি জোগান পর্যাপ্ত, জবার দাম পুজোয় আকাশছোঁয়া অসাধুদের জন্যই

সংবাদদাতা, হলদিয়া : দুর্গাপুজোয় ১০৮টি পদ্মের মতোই কালীপুজোতেও অপরিহার্য ১০৮টি রক্তজবা। আজ কালীপুজো উপলক্ষে সেই রক্তজবা কিনতে গিয়ে কার্যত পকেটে ছ্যাঁকা পড়ছে কালীভক্তদের। চলতি বছর ফুলের ফলনে তেমন কোনও ঘাটতি নেই। তবে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অপরিহার্য এই রক্তজবা বাজারে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ। চাষিদের কাছ থেকে কম দামে জবা কিনে তা খোলা বাজারে কয়েকগুণ বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে বলে দাবি। চলতি বছর জবার ফলন ভাল থাকলেও কয়েকদিনের অতিবৃষ্টিতে জবার পাশাপাশি ঝুরো ফুল যেমন গাঁদা, রজনীগন্ধা, দোপাটি, অপরাজিতা ফুলেরও দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। রবিবার সকালে হলদিয়ার মাখনবাবুর বাজারে গিয়ে দেখা যায়, পাইকারি হিসেবে লাল গাঁদার কেজি-প্রতি দাম ১৮০-২৩০ টাকা, হলুদ গাঁদা ২৪০-২৭০ টাকা পর্যন্ত। তিন ফুট সাইজের লম্বা লাল গাঁদাফুলের মালা এদিন বিক্রি হয় ৩৫-৪০ টাকা দরে। কালীপুজোয় রক্তজবা অপরিহার্য উপচার। জবা ছাড়া কালীপুজো অসম্পূর্ণ বলা যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত জোগান থাকা সত্ত্বেও সেই রক্তজবার ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বাজারে। রক্তজবা ১০০০ কুঁড়ির এক-একটি প্যাকেট অন্যান্য সময় ১৫০-২০০ টাকায় বিক্রি হয়। কিন্তু কালীপুজোয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৭০০-৮০০ টাকায়। ১০৮টি জবাফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা করে। যা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। রবিবার এমনই দামে রক্তজবা সহ বিভিন্ন ফুল বিক্রি হল পূর্ব মেদিনীপুরের বাজারে বাজারে। ফুল ব্যবসায়ী রঞ্জিত আচার্য বলেন, স্বাভাবিকের থেকে অনেক দাম বেশি জবার। আরও অনেকটা বাড়বে। পর্যাপ্ত জোগানের পরেও জবার এই অগ্নিমূল্যে অসাধু ব্যবসায়ীদের দায়ী করেছেন ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাও। সারা বাংলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, কিছু ব্যবসায়ী বিপুল চাহিদার সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছেন এবং চাষিদের লাভ না হওয়া সত্ত্বেও মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

আহত মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্স

সংবাদদাতা, পাত্রসায়ের : পাত্রসায়ের থানা পুলিশের পক্ষে রবিবার নতুন অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করেন জেলার পুলিশ সুপার। পাশাপাশি পাত্রসায়ের থানার কালীপুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। শীতের আগে কম্বল তুলে দেন এলাকার দুঃস্থ মানুষের হাতে। পাত্রসায়ের থানার কালীপুজো উপলক্ষে এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়। কালীপুজোর আগের দিন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারির হাত ধরে পাত্রসায়ের থানার কালীপুজোর উদ্বোধন হয়। মানুষের দুঃখে সর্বদা পাশে থাকতে পুলিশ প্রশাসন যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তার আরও এক বড় নজির সৃষ্টি করল পাত্রসায়ের থানা। এলাকায় পথদুর্ঘটনা বা অন্যান্য কারণে কেউ যদি আহত হন তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে একটি নতুন অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধন করা হয়। পুলিশ সুপার বাঁকুড়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং বিষ্ণুপুরের পুলিশ অধিকর্তা সবুজ ফ্ল্যাগ উড়িয়ে অ্যাম্বুল্যান্সের পথচলা শুরু করলেন।

■ উদ্বোধনে হাজির বাঁকুড়ার এসপি।

পিঙ্গলেশ্বরী শ্যামার অভিষেক

সংবাদদাতা, পিংলা : রীতি মেনেই পিংলা থানা গ্রামরক্ষী বাহিনীর মা পিঙ্গলেশ্বরী শ্যামার অভিষেক হল রবিবার। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাপুকুরে ঘটোত্তোলন করে অভিষেকে বসেন ওসি চিন্ময় প্রামাণিক। প্রথম দিকে বেদি করে পুজো হত। পরে মায়ের মাটির মূর্তি হয়। এরপর ২০১৪ সালে মায়ের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর থেকেই পুজো হয় মন্দিরেই। পিংলা থানা ক্যাম্পাসে পুজো হলেও পিংলা ব্লকের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত হন এই পুজোয়। রবিবার কয়েক হাজার মানুষকে অন্নভোগ খাওয়ানো হয়। ওসি নিজে হাতে খাবার পরিবেশন করেন দর্শনার্থীদের। পুজো উপলক্ষে আলোয় সেজেছে গোটা থানা চত্বর।

■ ভোগ পরিবেশনে ওসি।

শ্মশান থেকে দেহ তুলে ময়নাতদন্তে পাঠাল পুলিশ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শ্মশান থেকে দেহ তুলে নিয়ে এসে ময়নাতদন্তে পাঠাল পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মেমারি থানার বড়র গ্রামের গৃহবধূ প্রতিমা ক্ষেত্রপালের (৩৮) মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে গ্রামেরই শ্মশানে দেহটি দাহ করতে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। মৃতের বাপের বাড়ির তরফে পুলিশকে জানানো হয়, মেয়ের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অভিযোগ পেয়েই মেমারি থানার পুলিশ তড়িঘড়ি শ্মশানে পৌঁছে দেখে, দেহ দাহ করার জন্য চিতা সাজানো হচ্ছে। দেহটি ময়নাতদন্তে বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মেমারি থানার পুলিশ।

বাঁকুড়ায় কালাবতী গ্রামে মহাসরস্বতী রূপে পূজিতা মা কালী

প্রিন্স কর্মকার • বাঁকুড়া

প্রায় শতাধিক বর্ষের প্রাচীন চৌধুরি জমিদারদের কালীপুজো ঘিরে তিনদিন আনন্দোৎসবে মেতে ওঠেন বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদী তীরবর্তী কালাবতী গ্রামের মানুষ। ছাতনার রাজার হাত ধরেই এই গ্রামে চৌধুরি জমিদারদের উত্থান। কথিত আছে তাঁদের এক আদি পুরুষ রামলাল চৌধুরি তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে স্বপ্নাদেশ পান দেবী মহাস্বরসতীর। সেই স্বপ্নাদেশ পেয়ে কালাবতী গ্রামে ঘটে-পটে শুরু হয় কালীপুজোর রাতে দেবী মহাসরস্বতীর আরাধনা। পরবর্তীকালে দেবী মহাসরস্বতী মূর্তি গড়ে ধুমধাম করে পুজো শুরু হয় জমিদার বাড়িতে। প্রতিমা গড়াতেও রয়েছে এক কিংবদন্তি ইতিহাস। কালাবতী গ্রাম থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে বড়জোড়া গ্রামের মৃৎশিল্পী সতীশচন্দ্র সূত্রধর এই দেবীর মূর্তি গড়ার স্বপ্নাদেশ পেয়ে কালাবতী গ্রামে এসে দেবী মহাসরস্বতী রূপের মূর্তি গড়েন। চার বছর আগে এখানে পাথরের মূর্তি নির্মাণের পর প্রাচীন নিয়ম মেনে এখনও সতীশবাবুর বংশধররা এই গ্রামে এসে দেবীর পায়ে আলতা দিয়ে যান। পুজোর দ্বিতীয় দিন কুমারীপুজোর চল আজও রয়েছে। দেবী এখানে নীল বর্ণের ও অষ্টভুজা। সিংহের পিঠে চড়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ দুই অসুরকে বধ করছেন। দেবীর জিভ বেরিয়ে নেই। দু'পাশে রয়েছেন জয়া-বিজয়া এবং মাথার উপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর।

চৌধুরি জমিদারদের পুজো

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

20 October, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২০ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার

জাতীয় সড়কে দুটি ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে রবিবার ভোরে সবং ব্লকের নীলা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আগুন লেগে ছড়িয়ে পড়ে একজনের খড়ের গাদায়। ধোঁয়ায় ভরে এলাকা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল পৌঁছয়

কেশপুরে বিজয়ামঞ্চে নেত্রী, শহিদের রক্তে সিক্ত এই মাটিরই দল তৃণমূল

■ কেশপুরে বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তা মন্ত্রী শিউলি সাহা।

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : কেশপুর অডিটোরিয়াম হল থেকে মিছিল করে গিয়ে তিলকা মাঝি এবং শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মালা দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে কেশপুরে বিজয়া সম্মিলনীর সূচনা করেন মন্ত্রী শিউলি সাহা। কয়েকদিন আগে কেশপুর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার যুব, ছাত্র ও আইএনটিটিইউসি'র যৌথ উদ্যোগে কেশপুর অডিটোরিয়ামে এদিনের বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী শিউলি সাহা কেশপুরে তৃণমূলের আন্দোলনে শহিদ হওয়া কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা জানিয়ে বলেন, কেশপুরের এই মাটিতে যাঁরা দল ও মানুষের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ কখনও বিস্মৃত হবে না। তাঁদের পরিবার আমাদের পরিবারেরই অংশ। তৃণমূল কংগ্রেস শহিদের রক্তে সিক্ত এই মাটিরই দল। বিজয়ামঞ্চ থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। কেশপুরের বিজেপি নেতাকে কটাক্ষ করে বলেন, সিপিএমের সুখের দিনে তিনি ছিলেন সিপিএমে, এখন দলের দুঃসময়ে নিজের স্বার্থে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এটাই ওঁদের চরিত্র।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দ্রুত বাস্তবায়নে দফতর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে শনিবার দফায় দফায় বৈঠক হল ঘাটালে। দুপুরে সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে যান। সন্ধ্যায় সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। প্রসঙ্গত, মাস্টার প্ল্যানের জরুরি অংশ হিসাবে ৫টি স্লুইস গেটের কাজ প্রায় সম্পন্ন। এবার ঘাটাল শহরের কৃষ্ণনগর ও শ্রীরামপুর মৌজায় দুটি পাম্প হাউসের কাজ শুরু হবে। টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। ঘাটাল শহরের শিলাবতী নদীর যেদিকের ওয়ার্ডগুলি প্লাবিত হয় সেই দিকে নদীর পাড় বরাবর ডুয়ার্ফ ওয়াল তৈরি হবে। তার জন্যে জমি পরিদর্শন করা হয়েছে। আগামী ২৪ অক্টোবর ঘাটাল পুর এলাকার সার্কিটের বাকি অংশে পরিদর্শন করা হবে। নদী ও খাল ড্রেজিংয়ের কাজও শুরু হবে দ্রুত। মোট ৪৬৫ কিমি নদী ও খাল খনন করা হবে। এই ড্রেজিংয়ের জন্যও বেশ কিছু ক্ষেত্রে টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। নদী ও খাল মিলিয়ে মোট ৬০টি আলাদা আলাদা কাজ ধরা হয়েছে। এই খনন নো-কস্ট মডেলে হবে। ঘাটাল শহরের শিলাবতী নদীর পাড় বরাবর ডুয়ার্ফ ওয়াল হওয়ার জন্য আগের ডিজাইনের থেকে অনেক কম জমি প্রয়োজন হবে। আশা করা যায়, সিংহভাগ এলাকায় ইরিগেশন দফতরের নিজের জমিতেই ডুয়ার্ফ বাঁধ বানানো সম্ভব হবে। মাস্টার প্ল্যানে ধরা হয়েছে ছোট-বড় ১০০টি ব্রিজকেও। বিভিন্ন নদী ও খালের উপর দিয়ে পর্যায়ক্রমে এই ব্রিজগুলি নির্মাণ করা হবে।

■ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠকে সেচমন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

হিংস্র হনুমানদের ধরতে কালঘাম বনকর্মীদের

সংবাদদাতা, মহিষাদল : হনুমানের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে মহিষাদলের মধ্যাহিংলি গ্রামের বাসিন্দাদের। হনুমান ধরতে গিয়ে কার্যত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে বনকর্মীদের। রবিবার সকালে বন দফতরের পাতা খাঁচায় একটি হনুমান ধরা পড়ে। তাকে উদ্ধার করে আনার সময় গ্রামবাসীদের কাছে হেনস্থা হন বনকর্মীরা। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মধ্যাহিংলি গ্রামের দক্ষিণ পল্লিতে হনুমানের তাণ্ডব চলছে। পথেঘাটে মানুষ বেরোলেই তেড়ে আসছে। হনুমানের কামড়ে জখম হয়েছেন গ্রামের ১৫-১৬ জন। তিনদিন আগে বন দফতর গ্রামে বেশ কয়েকটি খাঁচা পাতে। রবিবার সকালে সেই খাঁচায় একটি হনুমান ধরা পড়ে। খবর পেয়েই সকালে গ্রামে পৌঁছন বনকর্মীরা। কিন্তু হনুমানটিকে নিয়ে আসার সময় বনকর্মীদের ঘিরে গ্রামবাসীরা দাবি জানান, সমস্ত হনুমান ধরা পড়লে তবেই গ্রাম থেকে বেরোতে পারবেন। গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে ৪ জন ওই হনুমানটিকে নিয়ে গ্রাম ছাড়েন। বাকিদের ঘিরে রাখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে গড়কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রদীপ মিদ্যা গিয়ে গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। পঞ্চায়েত সমিতির বন কর্মাধ্যক্ষ ঘনশ্যাম দেবনাথ বলেন, গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করি যাতে বনকর্মীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বন দফতর যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এখনও গ্রামে খাঁচা পাতা রয়েছে। হলদিয়ার রেঞ্জ অফিসার অতুলপ্রসাদ দে বলেন, ৮-১০টি হনুমানের মধ্যে দুটি হিংস্র। একটি খাঁচায় ধরাও পড়েছে।

মিনি ম্যারাথনে বাজিমাত অভাবী ঘরের মেয়েদের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : রবিবার 'আজকের আরশিনগর'-এর উদ্যোগে হল ১৪-উর্ধ্ব মহিলাদের ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা রান ফর লাইট। জেলার ক্রীড়াকর্তারা-সহ পূর্ব বর্ধমান সাইকেলিং ক্লাব ও মায়ের ভাণ্ডার সংস্থার মেয়েদের সহযোগিতায় বর্ধমানের উল্লাস মোড় থেকে বর্ধমান মিউনিসিপাল হাই স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৫ কিমি দূরত্বের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ৭৭ প্রতিযোগী। প্রথম হন উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরের ভ্যানচালকের মেয়ে শম্পা গাইন। দ্বিতীয় হুগলির শ্রমিকের মেয়ে জয়শ্রী দাস। তৃতীয় পুরুলিয়া ১ ব্লকের চাকদার মাহালিতোড়ার পুষ্পারানি মাহাত। টাকা না থাকায় জুতো কিনতে না পেরে খালি পায়েই অংশ নেন কৃষককন্যা পুষ্পা।

বেশিরভাগ প্রতিযোগীর বয়স ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। বিজয়ীদের হাতে আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু-সহ অন্যরা।

পোদ্দার বাড়ির পাঁচশো বছরের প্রাচীন পুজোয় আজও বসে কবিগানের আসর

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : মেদিনীপুর শহরের হবিবপুরের লচি পোদ্দার বাড়ির কালীপুজো বিখ্যাত। স্বপ্নাদেশে প্রায় পাঁচশো বছর আগে শুরু হয়। পুরনো রীতি মেনে কালীর আরাধনার পাশাপাশি বসে কবিগানের আসর। বিসর্জনের সময় জ্বালানো হয় মশাল। পরিবারের সদস্যরা জানান, এবছরও ধুমধাম করে পুজো হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও বিদেশ থেকেও পরিবারের সদস্যরা এসেছেন। আগে বিসর্জনের জন্য মা কালীকে গরুর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। বর্তমানেও ঠেলাগাড়িতে বিসর্জন হয়। পরিবারের সদস্য অরবিন্দ দে, দিলীপ দে বলেন, পুরনো ঝাড়বাতি দিয়ে পুজোর স্থান সাজানো হয়। মা খুবই জাগ্রত। অনেকেই মায়ের নূপুরের শব্দ শুনেছেন। তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। এটি জেলার অন্যতম প্রাচীন পুজো হিসাবে পরিচিত। কোনও এক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশে পুজো শুরু করেন। কালী ঠাকুরের রূপ ও গয়নার ডিজাইনে ওড়িশা রাজ্যের সংস্কৃতির ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। শোনা যায়, এই পুজো জাঁকজমকভাবে শুরু হয় লক্ষ্মীনারায়ণ দে'র হাতে। তাঁর আমলেই এই পুজোর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করে। লক্ষ্মীনারায়ণবাবু ধানের আড়ত দেখাশোনা করতেন। তাঁকে পোদ্দার বলে ডাকা হত। লক্ষ্মীনারায়ণ অপভ্রংশ হয়ে লচি পোদ্দার নামটির চল। জানা গিয়েছে, তৎকালীন সময়ে পুজোয় কবিগানের আসর বসত। যা আজও চালু। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, পুজোয় প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরিবারের সদস্যরা নির্জলা উপোস করেন। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত পুজো হয়। বিসর্জনে মশাল জ্বালানো হয়। শুরুর দিকে বলি প্রথা ছিল। ১৯৩৫ সাল নাগাদ সে প্রথা উঠে যায়। বদলে আখ, কুমড়ো বলি দেওয়া হয়।

হবিবপুর

ভিনদেশি সাধু উগ্র তারা মন্দির গড়ে শুরু করেন শ্মশানকালীর পুজো

মৌসুমী হাইত ● পশ্চিম মেদিনীপুর

পরাধীন ভারতে ভিনদেশি এক সাধু মহতাবপুর এলাকায় উগ্র তারা মায়ের মন্দির গড়ে পুজোর শুরু করেন। তাঁর পরিচয় আজও জানা যায়নি। তিনি হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলতেন। মন্দিরের পাশেই মেদিনীপুর শহরে হিন্দুদের দাহ করার একমাত্র ঘাট পদ্মাবতী মহাশ্মশান। তাই এই পুজো শ্মশানকালী মায়ের পুজো হিসেবেই খ্যাত। মন্দির কমিটির সদস্য সেবাইত তপন পাখিরা বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ভিনদেশি এক সাধুর হাত ধরে। মাঘ মাসের রটন্তী চতুর্দশী মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। একসময় জায়গাটা ছিল ঝোপজঙ্গলে পূর্ণ। হঠাৎই এখানে এক সাধু এসে তন্ত্রসাধনা শুরু করেন। কোথা থেকে এসেছিলেন, এলাকাবাসী জানতে পারেনি। একসময় তিনিই এলাকার পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটু জমি নিয়ে মন্দির গড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। শুনেছি মেদিনীপুর শহরের বক্সিবাজার এলাকার এক বাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা তরুণীর অপঘাতে মৃত্যু হলে তাঁর শরীরের হাড়গোড় ও মাথার খুলি দিয়ে মূর্তি গড়েন সাধু। রটন্তী চতুর্দশীর রাতে পুজো শুরুর আগে নরবলি দেওয়া হত বলেও শুনেছি। যদিও ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে ধরতে এসেও নরবলির প্রমাণ পায়নি। ১২ বছর পরপর দেবীর 'নবকলেবর' হয়। সেই সময় দেবীমূর্তি কাঁসাই নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। নিরঞ্জনের আগে মূর্তি থেকে বের করে নেওয়া হয় হাড়গোড়। একইভাবে সেগুলি দিয়েই নতুন মূর্তি তৈরি হয়। পুরোহিত দুর্গাশঙ্কর মিশ্র বলেন, রটন্তী চতুর্দশীর পুজোয় কালীপুজো হয় ধুমধাম করে। অন্নভোগ খাওয়ানো হয়। ছাগবলি বন্ধ করে বর্তমানে লাউ, চালকুমড়ো প্রভৃতি বলি হয়।

মেদিনীপুর

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 October, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

শ্যামা আরাধনা

■ ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির মহাকালী পুজো এবার ৯৬তম বর্ষে। এটি মালদা শহরে গঙ্গাবাগের দশমুখা কালী নামেই পরিচিত।

■ খিদিরপুরে সাহাবাড়ির পুজো। ১২৭ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে।

■ নবযুবক সংঘের ৬৮তম কালীপুজোর উদ্বোধনে সাংসদ-অভিনেত্রী জুন মালিয়া, সঞ্জয় বক্সি, ক্লাবসচিব প্রবন্ধ রায়, কাউন্সিলার সুপর্ণা দত্ত প্রমুখ।

নিরাপদ কালীপুজোর জন্য জেলা পুলিশের গাইড ম্যাপ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের কালীপুজোয় বিপুল মানুষের সমাগম হয়। সাধারণ মানুষের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপারের দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় 'কালীপূজা গাইড ম্যাপ ২০২৫'। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার খণ্ডবাহালে উমেশ গণপত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর শৌভনিক মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পালচৌধুরি, ডিএসপি সদর পার্থকুমার সিংহ, ডিএসপি ক্রাইম শান্তিনাথ পাঁজা, ডিএসপি ডিইবি অভিজিৎ সরকার প্রমুখ। জেলা পুলিশের উদ্যোগে তৈরি এই ডিজিটাল গাইড ম্যাপের মাধ্যমে নাগরিক ও দর্শনার্থীরা সহজেই জানতে পারবেন জেলার গুরুত্বপূর্ণ কালীপুজা মণ্ডপগুলির অবস্থান, ট্রাফিক পরিবর্তনের তথ্য, পার্কিং জোন এবং জরুরি পরিষেবার কেন্দ্রগুলির অবস্থান। প্রতিটি এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্ব ও পূজার ভিড়ের পরিমাণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা ম্যাপ প্রকাশ করা হয়, যেমন জলপাইগুড়ি শহর, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ির জন্য পৃথক গাইড ম্যাপ। ফলে স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বাইরের দর্শনার্থীরাও সহজেই নিজেদের গন্তব্য ও রুট চিহ্নিত করতে পারবেন। এছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে থাকবে পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার, নজরদারিতে সিসিটিভি ও ড্রোন। পুলিশ সুপার বলেন, জেলা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গাইড ম্যাপের ডিজিটাল লিঙ্ক প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ মোবাইল ফোন থেকেই দেখে নিতে পারেন সমস্ত রুট ও নির্দেশিকা।

বাংলার ২ শ্রমিকের মৃত্যু বিজেপি শাসিত ২ রাজ্যে

(প্রথম পাতার পর)

কালীপুজোয় ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সোমবার পরিবারের সঙ্গে শেষবার কথা বলেন রমেশ। তারপর থেকেই খোঁজ মিলছিল না তাঁর। শেষপর্যন্ত শনিবার রাতে ওড়িশার কটকে রমেশের পচাগলা দেহ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়। ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ বাবা মঙ্গল মাজির। তাঁর দাবি, মেজ ছেলের থেকে জানতে পেরেছি, ট্রেনে কয়েকজন রমেশকে ঘিরে ধরে এবং মারধরও করে। ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত হোক! ইতিমধ্যেই শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধায়ক ও মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু মৃত শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছেন, ওড়িশা থেকে দেহ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওড়িশা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছে জেলা প্রশাসন।

আবার, পেশায় রাজমিস্ত্রি নদিয়ার শ্রমিক মসিউর বিশ্বাস (৩১) দু'মাস আগেই গুজরাতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। গত বৃহস্পতিবার একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ চলাকালীন হঠাৎই ছাদ থেকে পড়ে যান ওই যুবক। দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। একমাত্র রোজগেরে ছেলেকে হারিয়ে অথৈ জলে পড়েছে গোটা পরিবার। এই মৃত্যু শুধুই দুর্ঘটনা নাকি নেপথ্যে অন্য কারণ আছে, তা জানতে তদন্ত করছে গুজরাতের পুলিশ।

শিলিগুড়িতে ধনতেরসের বাজারে মন্দা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : এবারে ধনতেরসের বাজার খুব একটা ভাল গেল না। এই দিনে শহর জুড়ে লক্ষ্মী-গণেশের পুজো আর কেনাকাটার রীতি। কেউ কেনেন পিতল বা কাঁসার বাসনপত্র, কেউ নতুন ঝাড়ু বা ছোট্ট দেবদেবীর মূর্তি। সোনার দোকানগুলোতে দেখা যায় ভিড়। তবে এবারে ভিড়ের জৌলুসের আড়ালে ব্যবসায়ীদের হতাশা দেখা গেল। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, হিলকার্ট রোড, মহাবিস্থান বাজার— সব জায়গাতেই ছিল একই ছবি। দোকান সাজানো, আলোকসজ্জা সম্পূর্ণ, তবু বিক্রির গতি ছিল না বললেই চলে। ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, পণ্যের দাম বেড়েছে অনেক। সম্ভবত ক্রেতাদের হাতেও তেমন টাকাকড়ি নেই! অনেকেই আবার মনে করছেন, পাহাড়ের বিপর্যয়ের প্রভাব পড়েছে সমতলের বাজারেও। ফলে বাইরে থেকে আগত ক্রেতার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় অনেক কম। এক ব্যবসায়ী বলেন, ধনতেরস মানেই একটু ভাল বিক্রিবাটা আশা করি। এ বছর দোকানে ভিড় থাকলেও ক্রেতারা কিনছেন না।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নে দিশাহারা গদ্দার

(প্রথম পাতার পর)

গদ্দারের গাড়ি আটকে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় গদ্দারের তোলা অভিযোগ উড়িয়ে কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এটা একটা গণতান্ত্রিক রাজ্য। বিজেপি নেতারা যেখানে খুশি যেতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যেভাবে মানুষকে প্ররোচিত করেন, উত্তেজনা তৈরি করেন, বঞ্চিত করেন তাতে কিন্তু সাধারণ মানুষের তাঁদের প্রতি একটা ক্ষোভ রয়েছে। তাঁরা একশো কাজ করেও টাকা পাননি। আর এই বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন, কেন্দ্রকে বলে দিয়েছি টাকা যেন না দেওয়া হয়। মানুষ তো এসব দেখছেন। গরিব মানুষেরা এর জন্য ভুগছেন, কষ্ট পাচ্ছেন। বিজেপি নেতারা এসব কোনওদিন ভেবেছেন, কীভাবে গরিব মানুষদের বঞ্চিত করা হল। শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বকেয়া টাকা মিটিয়েছেন। গ্রামের গরিব মানুষ আবাসের বাড়ির টাকা পায়নি। আর বিজেপি নেতারা বলে দিলেন, দিল্লিকে বলে দিয়েছি, আর টাকা দেওয়া হবে না। এসব ঘটনাতেই বিজেপি নেতাদের ওপর মানুষ ক্ষুব্ধ। বাংলায় কথা বললে, বলছে বাংলা কোনও ভাষাই নয়, বাংলা বললে হুমকি দিচ্ছে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব। পুশব্যাক করব। এসব বিজেপি নেতারাই করছেন। ফলে বাংলার মানুষ, বাংলার শ্রমজীবী মানুষ বিজেপির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। ফলে কোথাও কোথাও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। ফলে কে বা কারা কোথায় বিজেপি নেতাদের কী প্রশ্ন করছেন, এরসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোথাও কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেস কোথাও পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের বাধা দিতে যাচ্ছে না। উল্টে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্য দেখিয়ে খগেন মুর্মুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কারণ, তৃণমূল এর সঙ্গে কোথাও যুক্ত নয়। তবে বিজেপি নেতাদেরও বুঝতে হবে তাঁরা দিনের পর দিন মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। ফলে মানুষ তাঁদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। তাঁরা মানুষের অধিকার, তাঁদের কাজ, তাঁদের রোজগার থেকে বুক বাজিয়ে গরিব মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। ফলে কোথাও মানুষ এখন তাঁদের এসব নিয়ে প্রশ্ন করতেই পারে। এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি নেতারা এসব নিয়ে রাজনীতি করতেই তৃণমূলকে টেনে আনছেন।

মেডিক্যাল কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'প্লাজমা প্রোগ্রাম ২০২৫'। সূচনায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল তথা এমএসভিপি ডাঃ প্রশান্ত মল্লিক, মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিংয়ের সভাপতি ডাঃ সুকান্ত মণ্ডল, প্লাজমার আহ্বায়ক স্বাগত ভট্টাচার্য, দেবাদিত্য হালদার, অরিজিৎ কুমার ও জয় লাকরা।

দুর্গত এলাকার শিশুদের মণ্ডপ সফরের উদ্যোগ রামমোহনের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের বন্যাবিপর্যস্ত এলাকায় স্বাভাবিক জীবনে ফেরার লড়াইয়ে যেমন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে রাজ্য সরকার, তেমনি সমান্তরালে মানবিক মুখ দেখিয়েছে শাসক দল তৃণমূলও। প্রশাসনের তরফে একটিও মানুষ যাতে সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই দিকটিতে যেমন কড়া নজর রাখা হচ্ছে, তেমনি তৃণমূলের কর্মী ও নেতৃত্বরাও খাদ্য, পোশাক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন দুর্গতদের পাশে। যাঁরা বন্যার জলে গুরুত্বপূর্ণ নথি হারিয়েছেন, তাঁদের হাতে সেই সমস্ত সরকারি নথি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করছেন। জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রামমোহন রায় দিনরাত এক করে সাধারণ মানুষের পাশে আছেন। শুধু ত্রাণ নয়, তিনি বেছে নিয়েছেন অন্যরকম মানবিক উদ্যোগ, দুর্গত এলাকার ছোট ছোট শিশুদের মুখে ফের হাসি ফোটানোর। রামমোহন ঘোষণা করেছেন, যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকার শিশুদের শহরে নিয়ে এসে কালীপুজোর প্যান্ডেল ও আলোর সাজ দেখানো হবে। জেলার বিভিন্ন ব্লকের দুর্গত এলাকার শিশুদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। যুব তৃণমূলের স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের নিয়ে আসবেন শহরের বিভিন্ন আলো ঝলমলে কালীপুজো মণ্ডপে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের বাইরে গিয়ে এই মানবিক উদ্যোগ জেলা জুড়ে প্রশংসা কুড়োচ্ছেন যুব তৃণমূল সভাপতি। স্থানীয়রাও জানিয়েছেন, এভাবে কেউ আমাদের বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার কথা ভাববে ভাবিনি।

আলোর উৎসব

(প্রথম পাতার পর)

দীপাবলির আগে রবিবার ভূত চতুর্দশী। এদিনই বাংলার অলিগলি সেজে উঠেছে জমকালো আলোর রোশনাইয়ে। আজ, সোমবার কালীপুজো। তাক লাগিয়ে দেওয়া প্রতিমা আর মণ্ডপসজ্জা। সেইসঙ্গে প্রতিটি বাড়ি সেজে উঠেছে আলোকমালায়। দীপান্বিতা অমাবস্যার নিকষ কালো অন্ধকারে সেই আলোকমালা অপরূপ শোভাবর্ধন করে বাংলার। সেইসঙ্গে মাতৃ-আরাধনায় হিংসা-গ্লানি দূর হয়ে প্রতিটি মানুষের হৃদিপদ্ম হয়ে ওঠে আলোকময়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দীপাবলিতে অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে ২৬ লক্ষ মাটির প্রদীপ জ্বেলে কেন খরচ করা হচ্ছে এত টাকা? প্রশ্ন তুললেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব

আলোর উৎসবে বিষ-বাতাস

দীপাবলির আগেই ‘ভয়ানক’ রাজধানীর বায়ুদূষণ

নয়াদিল্লি: আলোর উৎসবে বিষ-বাতাস। একবছর আগে ঠিক এমনই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল দিল্লিবাসীদের। যমুনার জল ঢেকে গিয়েছিল দূষণের ফেনায়। এবারে দীপাবলির আগেই দূষণের ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে রাজধানী। শুক্রবার সকালে দিল্লির বায়ু গুণমান সূচক বা একিউআই ছিল ৩২৬, অর্থাৎ ‘অতি খারাপ’ পর্যায়ে। রবিবার আরও অবনতি হল পরিস্থিতির। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্যের দাবি, সকালে অক্ষরধামের আশপাশে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়ায় ৪২৬। নয়ডায় ২৯৮, গুরগাঁওতে ২৫৮, গাজিয়াবাদের বিজয়নগরে ৩০০। দিল্লির

গৌতমবুদ্ধ নগরে পার্টিকুলেট ম্যাটার বা বাতাসে মিশে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কঠিন কণা এবং তরলের মিশ্রণ ভয়ানক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে দূষণের মাত্রাকে। আলোর উৎসব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই দিল্লিবাসীকে শ্বাস নিতে হচ্ছে দূষিত বাতাসে। ধোঁয়াশা আর কুয়াশার দাপটে কমে গিয়েছে দৃশ্যমানতাও। কয়েকদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট সবুজ বাজি ব্যবহারে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছিল। বেঁধে দিয়েছিল সময়সীমা। পরিবেশবান্ধব বাজি ফাটাতে উৎসবের অনুমতি দেওয়া হলেও কোর্ট স্পষ্ট করে জানায়, যেকোনও ধরনের প্রদূষণকারী বাজি নিষিদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের মতে, দীপাবলিতে দিল্লির বাতাস আরও খারাপের দিকে যাবে। কারণ, এসময় সাধারণত বাজির ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের মতো আশপাশের রাজ্যগুলিতে ফসলের গোড়া পোড়ানোর কারণে দূষণ মাত্রা বেড়ে যায়। দিল্লির ভৌগোলিক গঠনও দূষণের মাত্রা ধরে রাখার পক্ষে সহায়ক। ফলে পরিস্থিতি সহজে স্বাভাবিক হয় না। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিকদের অভিযোগ, ভোরবেলা বা রাতের দিকে শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। সাইক্লিং, হাঁটা কিংবা খোলা আকাশের নিচে ব্যায়াম করা কঠিন হয়ে পড়ছে। উত্তর দিল্লির এক সাইক্লিস্ট বলেন, প্রতি বছর দীপাবলির আগে থেকেই এই দূষণ শুরু হয়। চোখ জ্বালা করে, গলায় খুসখুস করে, নাক দিয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। প্রশ্ন উঠছে, মানুষকে ভয়াবহ দূষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে কী করছে গেরুয়া সরকার?

ব্রহ্মপুত্র আবাসনে আগুন

তৃণমূলের সুরে বিজেপিকে কটাক্ষ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি: দিল্লির সাংসদদের ব্রহ্মপুত্র আবাসনে আগুনের ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেলের সুরে সুর মিলিয়ে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করলেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কেজরিওয়াল মন্তব্য, ছয়মাস সরকারে এসে দিল্লিতে সবকিছু বরবাদ করে দিয়েছে বিজেপি। রবিবার ব্রহ্মপুত্র আবাসনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও পরিবেশ এখনও থমথমে। সেখানকার আবসিকদের মধ্যে ভয় এখনও কাটেনি। গোটা আবাসন কার্যত সিল করে দেওয়া হয়েছে। সাংসদদের থাকার জন্য এই বহুতলে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখেল জানিয়েছেন যেসময় ঘটনাটি ঘটেছে সেইসময় তাঁর মা এবং বোন ওই আবাসনে ছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা নিরাপদে আছেন। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের অন্যান্য সাংসদ সুব্রত বক্সি, মমতা ঠাকুর এই আবাসনেই থাকেন।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ সাকেত বলেন, শুধু সাংসদ নয়, অন্যান্য স্টাফরাও এই আবাসনে থাকেন। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক ও মন্ত্রী সাহেব সিং অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নির্বাচনের সময় অর্থ বিতরণে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিখোঁজ। কটাক্ষ করেন সাকেত। আগুনে ক্ষয়ক্ষতিতে এই আবাসনের দরিদ্র কর্মচারীরা সব হারিয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সরকারের এই বেহাল দশার জবাব দিতে হবে। মোদি সরকারের অধীনে, সিপিডব্লু দুর্নীতির কারখানায় পরিণত হয়েছে।

শক্তির আরাধনায় মেতে উঠেছেন দিল্লির বাঙালিরা

নয়ডা কালীবাড়ির পুজো মানেই যেন প্রবাসীদের গেট টুগেদার

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

শক্তির আরাধনায় মেতে উঠেছে দিল্লি। মেতে উঠেছে প্রবাসী বাঙালি। দিল্লি-এনসিআরে কালীপুজোর মূল আকর্ষণ বলতে বিভিন্ন প্রান্তের কালীবাড়িগুলি। সারা বছরই মঙ্গলারতি, সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখর হয়ে থাকে মন্দির চত্বর। তবে কালীপুজোর দিনটিতে অবশ্যই একটু ব্যতিক্রমী ভাবনা, আয়োজন। ৪১ বছরের পুরনো নয়ডার কালীবাড়িতে পূজিত হন ‘ভবতারিণী মা’। এবারেও আয়োজন করা হয়েছে বিশেষ পুজোর। আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে কালীবাড়ি। কালীপুজো মানেই এখানে

বাঙালিদের গেট টুগেদার। হাসি, আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া। দীর্ঘদিন, দীর্ঘসময় ধরে একইভাবে নিয়মরীতি মেনে শক্তির আরধনা করে আসছে নয়ডা বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। এই কালীবাড়ির সঙ্গে যুক্ত উদ্যোক্তারা নিজেরা বছরের পর বছর চাঁদা সংগ্রহ করে শ্বেতপাথরের মন্দির গড়ে তুলেছেন। এই মন্দিরেই মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সারাবছর ধরে হয় মা কালিকার পুজো। কিন্তু দ্বীপান্বিতা অমাময়স্যায় পুজোয় ভবতারিণী সেজে ওঠেন নবরূপে। একশো আটটা জবা ফুলের মালা কালিকাদেবীকে নিবেদন করবেন ভক্তরা। মূলত দীপান্বিতা অমাবস্যায় বেনারসি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে মাকে। পরিয়ে দেওয়া হবে গহনা। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। আজ, সোমবার সকাল থেকেই ঢল নামবে ভক্তদের। এবছর ভবতারিণী মায়ের মূল পুজো দীপান্বিতা অমবস্যার তিথি অনুযায়ী রাত এগারোটা থেকে শুরু হবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই শুরু হবে পুজো নিবেদনের পালা। চলবে নিশুতি রাত পর্যন্ত। শেষে ভোগ নিবেদনের পালা। মায়ের ভোগ প্রসাদ সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণেও আন্তরিকতার ছোঁয়া। আট থেকে আশি, সব বয়সের মানুষের সমাগম হয় নয়ডা কালীবাড়ির কালীপুজোয়।

উত্তরাখণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত উত্তরপ্রদেশের ৪ শ্রমিক

দেরাদুন: শোকের ছায়ায় ঢেকে গেল আনন্দ। শনিবার উত্তরাখণ্ডের উধম সিং নগর জেলায় একটি পিকআপ ট্রাকের সাথে ট্রাক্টর-ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে উত্তরপ্রদেশের চারজন নিহত এবং তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। খাতিমা-নানকানা সাহিব সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দীপাবলিতে বাড়ি ফেরার পথেই সব শেষ।

গুরুতর আহত আরও তিনজনকে খাতিমার সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে তাঁদের অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। শ্রমিকরা

খাতিমা এলাকায় একটি ঠিকাদারের কাছে কাজ করছিলেন এবং দীপাবলির জন্য উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন। নিহত শ্রমিকদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দেহগুলি শনাক্ত করে পরিবারকে খবর দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

নীরব দর্শক পুলিশ, জেএনইউতে তাণ্ডব চালাল গেরুয়া বাহিনী

নয়াদিল্লি: গেরুয়া ছাত্ররা তাণ্ডব চালাল দিল্লির জেএনইউতে। ছাত্র সংসদের ঘরে প্রায় দু'ঘণ্টা আটকে রাখল বিরোধী সংগঠনের পড়ুয়াদের। এবিভিপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুলিশ তো কোনও পদক্ষেপ করলই না, উলটে গ্রেফতার করল প্রতিবাদীদেরই। যে দিল্লি পুলিশ অধ্যাপক পেটানো বিজেপি নেত্রীকে গ্রেফতার করতে পারে না, তারাই বিরোধী শিবিরের ২৮ ছাত্রনেতাকে জেলে পাঠাল। সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সভাপতির পদ জেতে এআইএসএ। সম্পাদকের দুটি পদে জেতে এবিভিপি। এরপরই ছাত্র সংসদ সভাপতিকে মারধর করে এবিভিপি ছাত্ররা, এমনটাই অভিযোগ। এবার মারধরের ঘটনা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্র সংসদের জিবি বৈঠক চলাকালীন সংগঠনের এআইএসএ ছাত্র সংসদ সদস্যকে মারধর করার অভিযোগ এবিভিপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে থানায় অভিযোগ জানানো হয় ছাত্র সংসদের তরফ থেকে। এআইএসএ কর্মীদের দাবি, পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করলেও তা এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। থানায় অভিযোগ জানাতেই এআইএসএ ছাত্রদের প্রায় দু'ঘণ্টা ছাত্র সংসদের ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখে এবিভিপি কর্মীরা। নীরব পুলিশ। এরপর থানা ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। বসন্তকুঞ্জ থানা ঘেরাও করতে গেলে ছাত্রদের পুলিশ মারধর করে প্রিজন ভ্যানে তুলে থানায় ভরে দেয়।

মুম্বইয়ে ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে হত ২ যুবক

মুম্বই: বাড়ি ফেরা হল না দীপাবলিতে। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মেতে ওঠা হল না ছটপুজোর আনন্দেও। তার আগেই সব শেষ। ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন ৩ জন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ২ জনের। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন আরও একজন। শনিবার রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে বিহারগামী কর্মভূমি

এক্সপ্রেসে জায়গা ছিল না তিলধারণের। ট্রেন নাসিক রোড ছাড়তেই ভিড়ের চাপে প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান ৩ জন। সহযাত্রীরা তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে এলেও বাঁচানো যায়নি ২ জনকে। মৃতদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫। তবে পরিচয় জানা যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীপাবলি এবং ছটপুজো উপলক্ষে বিহারে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। বিহার-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাজের সূত্রে বহু মানুষ আসেন মুম্বইয়ে। উৎসবের মরশুমে বাড়ি ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন সকলেই। কিন্তু দূরপাল্লার ট্রেনে জায়গা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। প্রাণ হাতে নিয়েই মানুষ কোনওরকমে উঠে পড়েন ট্রেনে। তবে এদিনের দুর্ঘটনার জন্য রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকেই দায়ী করেছেন অনেকে। প্রশ্ন, ভিড় সামাল দিতে কেন বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল না রেল কর্তৃপক্ষ।

দেশ বিদেশ

20 October, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে একটি ডুবোজাহাজ ধ্বংস করল মার্কিন সেনা। আমেরিকার দাবি, এর ফলে প্রাণ বাঁচল ২৫ হাজার মানুষের। অভিযোগ, ওই ডুবোজাহাজে নিষিদ্ধ মাদক পাচার করা হচ্ছিল আমেরিকায়। মার্কিন হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ডুবোজাহাজের দু'জন। আটক করা হয়েছে আরও দু'জনকে

প্ল্যাকার্ড হাতে রাজপথে নামলেন ৭০ লক্ষ মানুষ

ফের ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিস্ফোরণ মার্কিন মুলুক জুড়ে

ওয়াশিংটন: ক্ষমতায় ফেরার একবছর পূর্ণ হয়নি এখনও। কিন্তু তারমধ্যেই পরপর ৩ বার ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল মার্কিন মুলুক। পথে নেমেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে নিউইয়র্ক, শিকাগো, বস্টন, লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো বড় শহরে। লাখো জনতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আমেরিকায় কোনও রাজা নেই। বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল নাগরিক সংগঠন 'নো কিংস'। তাদের ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) ভাবেন তাঁর রাজত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ। মনে রাখতে হবে, আমেরিকায় কোনও রাজা নেই। আর আমরা কোনও বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি এবং নিষ্ঠুরতা সহ্য করব না। অনেকেই আবার স্বাগত জানালেন অভিবাসীদের।

কত লোক হয়েছিল বিক্ষোভে? নো কিংসের দাবি, অন্তত ৭০ লক্ষ মানুষ নেমেছিলেন আমেরিকার রাজপথে। শুধু নিউইয়র্কেই লক্ষাধিক। এইচ-১-বি ভিসার জন্য বড়সড় অঙ্কের টাকা, অভিবাসীদের সরাতে সেনা নামানো, কর্মী ছাঁটাই, শুল্কনীতি-সহ একাধিক বিষয়ে ক্ষুব্ধ মার্কিনিরা। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ হয়েছে সেই ক্ষোভেরই।

মাত্র কয়েকমাসেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের এই ক্ষোভ চিন্তা বাড়িয়েছে রিপাবলিকানদের। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার মুখী প্রত্যেকটি রাস্তায় মানুষের ঢল চোখে পড়ার মতো। হাতে প্ল্যাকার্ড, ট্রাম্পের কুশপুতুলও ছিল। স্লোগান ওঠে, 'ডেমোক্র্যাসি নট মনার্কি' (গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র নয়), 'দ্য কনস্টিটিউশন ইজ নট অপশনাল'।

কী প্রতিক্রিয়া ট্রাম্পের? আমল দিতে নারাজ তিনি। ট্রুথ সোশ্যালে একটি এআই জেনারেটেড ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাতে ট্রাম্পকে মাথায় রাজার মুকুট পরে একটি যুদ্ধবিমানে করে উড়তে দেখা যাচ্ছে। সেই যুদ্ধবিমানটির নাম 'কিং ট্রাম্প।' সেই যুদ্ধবিমানটি থেকে বিক্ষোভকারীদের মাথায় বর্জ্যপদার্থ ফেলছেন ট্রাম্প। সেটাই এআই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে।

আমেরিকা যখন বিক্ষোভে উত্তাল, ট্রাম্প ফ্লোরিডায় নিজের বিলাসবহুল Mar-a-Lago হোটেলে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাচ্ছেন। ট্রাম্প এবং তাঁর অনুগামীদের দাবি, ডেমোক্র্যাটরা আন্দোলনে উসকানি জুগিয়েছেন। এই বিক্ষোভে চরম বামপন্থীদেরও হাত দেখছেন তাঁরা। যদিও বিক্ষোভকারীদের দাবি, আমেরিকায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন ট্রাম্প।

৫৮ কোটি টাকা খোয়ালেন বৃদ্ধ

মুম্বই: ৪০ দিন ধরে এক বৃদ্ধকে ডিজিটাল গ্রেফতারের নামে আটকে রাখা হল। তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হল ৫৮ কোটি টাকা। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। এনআইএ অফিসার পরিচয় দিয়ে ৭০ বছরের ওই বৃদ্ধকে ফোন করে বলা হয়, জঙ্গিযোগে ওই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। অজ্ঞাত নম্বর থেকে জানানো হয়, লখনউ পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা থেকে তাঁকে ফোন করা হচ্ছে। সম্প্রতি ধরা পড়া এক জঙ্গির কাছ থেকে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর উদ্ধার করা হয়েছে, সেটি নাকি ওই জঙ্গির। এরপরে একের পর এক ফোন আসে ওই বৃদ্ধের কাছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। সেই সুযোগে তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হল ৫৮ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিত বৃদ্ধ।

৭ লক্ষ বছর পরে ঘুম ভাঙল ইরানের তাফতান আগ্নেয়গিরির, বিস্ফোরণ যে কোনও মুহূর্তেই

তেহরান: ৭ লক্ষ বছর পরে ঘুম ভাঙল আগ্নেয়গিরির? যে কোনও মুহূর্তেই ঘটতে পারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ? তেমনই ইঙ্গিত পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্পের পর এবার জেগে উঠতে চলেছে বহু শতাব্দী ধরে নিষ্ক্রিয় থাকা এক আগ্নেয়গিরি। ইরানের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত তাফতান আগ্নেয়গিরি থেকে নতুন করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের আশঙ্কা, অতি শীঘ্রই সেখানে অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে।

গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ৭ লক্ষ ১০ বছর ধরে নিস্তব্ধ ছিল তাফতান আগ্নেয়গিরি। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের মে মাসের মধ্যে আগ্নেয়গিরির চূড়ার অংশ ফুলে ওঠার লক্ষণ দেখা যায়। এবার দেখা যাচ্ছে, ওই অংশে ফোলাভাব আরও বেড়েছে এবং ধোঁয়া নির্গমন শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, গলার অংশে গ্যাসের চাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি জিওফিসিকাল লেটার্স জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, আগ্নেয়গিরির গ্যাস নির্গমনের ফলে তাফতান থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে খাশ শহর পর্যন্ত সালফারের গন্ধ পৌঁছে যাচ্ছে। তবে জিপিএস নয়, ভরসা এখন উপগ্রহ চিত্রই। গবেষক পাবলো গঞ্জালেজ জানিয়েছেন, তাফতান এতদিন বিপজ্জনক ছিল না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। গলার কাছে গ্যাস জমে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আশঙ্কা রয়েছে। তাই নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। ১২ হাজার

৯২৭ ফুট উচ্চতার তাফতান একটি স্ট্যাটোভলক্যানো, অর্থাৎ যৌগিক আগ্নেয়গিরি— যেগুলি সাধারণত সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রকৃতির হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যত ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, যেমন মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স বা এটনা, তার বেশিরভাগই এই ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে। ইউরেশিয়ান মহাদেশের নিচে আরব মহাসাগরের তলদেশের অবনমনের ফলে তাফতানের সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে ফের তার অভ্যন্তরে চাপ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক ভূমিকম্প এবং অতিবৃষ্টির ঘটনাই হয়তো এই হঠাৎ জেগে ওঠার পেছনে ভূমিকা রাখছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, এই মুহূর্তে বিস্ফোরণ না হলেও, তাফতান যে আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে, তা নিশ্চিত। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা— কবে প্রকৃতি তার পরবর্তী চমক দেখাবে।

আপাতত বিরতিতে সীমান্ত সংঘর্ষ, আরও একবার শান্তিচুক্তি পাক-আফগানে

দোহা: আপাতত বিরতি আফগান-পাক সীমান্ত সংঘর্ষে। তবে প্রশ্ন থেকেই গেল, কতদিন স্থায়ী হবে এই বিরতি? আদৌ কি ফিরবে শান্তি? বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তান একাধিকবার হামলা চালিয়েছে আফগানিস্তানের সীমান্তে। স্পষ্টতই দখলদারির অপচেষ্টা। শান্তিচুক্তি অমান্য করে ভীতুর মতো রাতের অন্ধকারে আফগানিস্তানের শহরে হামলা চালিয়ে ক্রিকেটারদের হত্যা করতেও পিছপা হয়নি পাকিস্তান। তবে প্রতিবারই পাকসেনার উপর পাল্টা হামল চালিয়ে কড়া জবাব দিয়েছে আফগান সেনা। শেষ পর্যন্ত তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় ফের একবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হল পাকিস্তান-আফগানিস্তানের ডুরান্ড লাইন বরাবর। দু'দেশের বিদেশমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করে প্রতিনিধিদল কাতারের রাজধানী দোহায় শান্তিবৈঠকে যোগ দিয়েছিল। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলে। রবিবার সকালে বিবৃতি দিয়ে সংঘর্ষবিরতির কথা জানায় কাতারের বিদেশমন্ত্রক। এই পদক্ষেপকে নৈতিক জয় হিসাবে দেখছে আফগানিস্তান। তালিবান প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া, একটি অতি অসম্মানজনক পরাজয়ের পরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছে পাকিস্তান। তাই তাদের অসময়েই শান্তির পথে ফিরতে হল। এতে আফগানিস্তানের নীতিই সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত হল। আফগানিস্তান বরাবর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানেই বিশ্বাসী।

আফগানিস্তানের রাস্তায় উড়েছে পাকসেনার খুলে নেওয়া অন্তর্বাস। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে পাকসেনাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে দেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। আবার চোখ বাঁধা পাকসেনাদের আটকে রাখার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছে আফগানিস্তানই। এত কিছুর

পরেও শিক্ষা হয়নি শাহবাজ শরিফের সরকারের। রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে উদীয়মান তিন আফগান ক্রিকেটারকে। এমনকী সেটাও দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। ইতিমধ্যেই শাহবাজ শরিফকে নিজের বন্ধু দাবি করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবাদ মাধ্যমের সামনে স্পষ্ট করে দেন ভারতে যেভাবে হামলা চালানোর নেপথ্যে ছিল পাকিস্তান, সেভাবেই হামলা চালানো হয়েছে আফগানিস্তানে। এরপরই আরব দেশগুলি এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়। দোহায় দুই দেশের প্রতিনিধিদের শান্তি বৈঠকে ডাকা হয়। সেই বৈঠকে ডুরান্ড লাইন বরাবর শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হয় দুই দেশই।

ধর্মঘটে অচল চট্টগ্রাম বন্দর

ইউনুসের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

চট্টগ্রাম: অভূতপূর্ব সমস্যার মুখে বাংলাদেশ। সমস্তরকম ওজর-আপত্তি এবং সমালোচনা উপেক্ষা করে যে চট্টগ্রাম বন্দর দীর্ঘদিন পরে পাকিস্তানের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার, শনিবার থেকে লাগাতার ধর্মঘটে প্রায় অচল সেই কর্মব্যস্ত বন্দর। বর্ধিত মাশুলের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করছে সি অ্যান্ড এফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। ট্রাক, কন্টেনার প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ধর্মঘটীরা। ফলে পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে পণ্য পরিবহণ এবং সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম। রবিবার আরও জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটা বড় অংশ যেহেতু বিশেষভাবে নির্ভরশীল চট্টগ্রাম বন্দরের উপরে, সেই কারণে এই ধর্মঘটের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কেন এই ধর্মঘট? ধর্মঘটীদের ক্ষোভ ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে। গত ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন পরিষেবাখাতে ৪১ শতাংশ পর্যন্ত মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বন্দরের প্রবেশ মাশুল আগে ছিল ৫৭ টাকা। অন্তর্বর্তী সরকার আচমকাই তা ৪ গুণ বাড়িয়ে করে দিয়েছে ২৩০ টাকা। ফলে মাথায় হাত ট্রাক, কভার্ডভ্যান, প্রাইম মুভার মালিকদের। শনিবার সকাল থেকেই বন্দরে যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা। মালিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বর্ধিত প্রবেশ ফি প্রত্যাহার করা না হলে বন্দরে যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

১৫ অক্টোবর সিন্ধু সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে বালুরঘাট সুবর্ণতটে সাহিত্য উৎসব আয়োজিত হয়। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা

দুই শিখর

» সঙ্গীতশিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯২৯-এর ১১ অগাস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে কলকাতায়। পরে উজিরপুর-বারোপাইকা ইউনিয়ন মডেল ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর তিনি আবার কলকাতার বাসায় ফিরে যান। নিজেকে সঙ্গীতসাধনায় ব্যস্ত রাখেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। ১৯৬৬-১৯৮৮ সাল সময়কালে তিনি ১৫৩টি নজরুলগীতি রেকর্ড করেন। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর গাওয়া শেষ বাংলা অ্যালবাম 'বাগবাজারের গান' প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় প্রয়াত হন।

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯২৫-এর ৫ ডিসেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাচ্চু ছিল তাঁর ডাক নাম। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগৎকে যাঁরা প্রেমাবেগ-উষ্ণ রেখেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। গীত রচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে। সেই সময়ের প্রায় সব খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকাই তাঁর লেখা গান গেয়েছেন। ১৯৮৬ সালের ২০ অগাস্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

এঁদের স্মরণে ১৭ এবং ১৮ অক্টোবর, রবীন্দ্রসদন চত্বরের একতারা মুক্তমঞ্চে 'দুই শিখর' শীর্ষক সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি। দুই দিনের এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সৈকত মিত্র, গৌতম ঘোষ, পল্লব ঘোষ, মানসী মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা গোস্বামী, ঐশ্বর্য রায়, তৃষা পাড়ুই, অরিত্র দাশগুপ্ত প্রমুখ। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস-সহ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা।

আলো তোমায় নমি

» ১৭ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেচেদা যোগেন্দ্র সভাঘরে শঙ্খচিল আবৃত্তি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'আলো তোমায় নমি' শীর্ষক অনুষ্ঠান। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান। উপস্থিত ছিলেন বিমলকুমার দাস, প্রদীপ গুপ্ত, অঞ্জল চট্টোপাধ্যায়, শুভঙ্কর দাস, প্রাণনাথ শেঠ, সুনীল মাইতি, ড. সোমনাথ দে, সুরজিৎ গুছাইত, শুভম চক্রবর্তী, সুদর্শন দেববর্মন, রমা শাহ, শুভেন্দু দেববর্মন, সংঘমিত্রা সাঁতরা, দেবাশিস রায়, প্রফুল্লকুমার বেরা, প্রিয়াঙ্কা জানা, মনীষা কর, রিম্পা ঘড়া, মহুয়া জানা, সুমনা ঘড়া সাঁতরা, শ্রাবণী পাত্র খাটুয়া, ড. হিরন্ময় মাইতি, তুষারকান্তি জানা, পল্লব কোলা। সঞ্চালনায় ছিলেন সৌম্যদীপ দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শচীন প্রধান।

বুলবুলের জন্মশতবর্ষ

» মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালেদ বুলবুল-এর জন্মশতবর্ষে ছায়ানট (কলকাতা) এবং কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে হয়ে গেল 'নজরুলের প্রাণপ্রিয় বুলবুল' শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বুলবুলের জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের গ্রেস কটেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ সহযোগিতায় ছিল আল-আমীন মিশন এবং পাকড়াশী হারমোনিয়াম। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সোমঋতা মল্লিক এবং পীতম ভট্টাচার্য। উক্ত অনুষ্ঠানে বুলবুলকে নিয়ে প্রবন্ধ, কবিতায় ভরা রিসার্চ পাবলিকেশন থেকে 'বুলবুল :

বিদ্রোহীর বুকে বিষাদের সুর' বইটি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কলকাতা সহ নদিয়ার শিল্পীবৃন্দ। বুলবুলকে নিবেদিত গান ও কবিতায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল গ্রেস কটেজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতার প্রথম সচিব (প্রেস) তারিক চয়ন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নজরুল গবেষক ও শিক্ষারত্ন প্রাপক ড. আবুল হোসেন বিশ্বাস, বুলবুল পত্রিকার সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলাম এবং সুজন বাসর সংগঠনের সম্পাদক ইনাস উদ্দিন।

শিশুসাহিত্যের অনুষ্ঠান

» রবিবার কলেজ স্ট্রিটের ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাঘরে 'ফজলি' পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত হয় শিশুসাহিত্যের অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয় পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। পরিবেশিত হয় ছড়াপাঠ, আবৃত্তি, গান। উপস্থিত ছিলেন পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দু মজুমদার, রূপক চট্টরাজ, নিগমানন্দ মণ্ডল, অমল কর, স্বপন পাল, বিকাশচন্দ্র সেন, রবিনকুমার দাস, স্বপনকুমার বিজলী, জুলি লাহিড়ী, তাপস বাগ, সন্দীপকুমার কপাট, বিজিত মণ্ডল প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন প্রীতিশেখর। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক নির্মলেন্দু শাখারু।

সত্য ও বিচার

» ১৭ অক্টোবর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞান বিভাগে 'সত্য ও বিচার' উদ্বোধন করলেন বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ড. গৌতম পাল। ঘরোয়া প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'উদার আকাশ' প্রকাশনের প্রকাশক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ফারুক আহমেদ, বইয়ের লেখক হেমন্ত তরফদার। গ্রন্থ উদ্বোধন করে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. গৌতম পাল ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রকাশক ফারুক আহমেদ বলেন, গ্রন্থটি পাঠক দরবারে সমাদৃত হলে, আমাদের প্রয়াস সার্থক।

মৌনব্রত

» সম্প্রতি তপন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল মিউনাসের নতুন নাটক 'মৌনব্রত'। এক পুলিশ অফিসারের মা-কে কেন্দ্রে রেখে অসাধারণ সাহসী নাটক লিখেছেন মিউনাস নাট্যদলের পরিচালক উৎসব দাস। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রত্না ধর, স্বর্ণেন্দু দে সরকার, সৌগত কর্মকার, সোমা দাস, সংঘমিত্রা দাশগুপ্ত, সোমনাথ পাল, রত্না ধর। চমৎকার আলো করেছেন বাবলু সরকার। মঞ্চ ভাবনায় সোমনাথ পাল। মঞ্চ নির্মাণে অজিত রায়। আবহে সৌমেন দত্ত ও রূপসজ্জায় শম্ভু চিত্রকর যথাযথ। এক ঘণ্টার নাটকটি দেখার মতো।

বিজয়া সম্মিলনী

» শ্রুতিঅঙ্গন আবৃত্তি সংস্থা বিজয়া সম্মিলনী পালন করল ১৭ অক্টোবর তপন থিয়েটারের তাপস জ্ঞানেশ সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার কর্ণধার অলোক মুখোপাধ্যায় বিজয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর আবৃত্তির মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। সংস্থার সদস্যরা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কয়েকজন আমন্ত্রিত শিল্পী।

মাঠে ময়দানে
20 October, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্বাসকষ্টে জ্ঞান হারিয়েছিলেন ম্যাচের আগে। তারপর জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৩৪ ওভারে ৪ উইকেট তুষার দেশপাণ্ডের

স্মৃতির লড়াইয়েও টানা তিন হার

ইংল্যান্ড ২৮৮-৮ (৫০ ওভার)
ভারত ২৮৪-৬ (৫০ ওভার)

ইন্দোর, ১৯ অক্টোবর: সেই তীরে এসে তরী ডুবল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও একটি ম্যাচ নাগালের মধ্যে রেখেও মাঠে ফেলে এলেন হরমনপ্রীত কৌররা। ২০১৭ বিশ্বকাপের ফাইনাল ধরলে তালিকাটা দীর্ঘ। ম্যাচ শেষ করে আসতে না পারলে সেঞ্চুরি, হাফ সেঞ্চুরির কোনও মূল্য থাকে না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বড় দলগুলির বিরুদ্ধে এই জায়গাতেই নিখুঁত হতে পারছে না ভারতের মেয়েরা। ফলে স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত, দীপ্তি শর্মারা লড়াকু ইনিংস খেললেও তা কাজে এল না। ইন্দোরে মেয়েদের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে মাত্র ৪ রানে হারল ভারত। হারের হ্যাটট্রিকে হরমনপ্রীতদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা বড় ধাক্কা খেল। ইংল্যান্ড (৯ পয়েন্ট) টানা চতুর্থ জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল। সেঞ্চুরি করে ম্যাচের সেরা ইংলিশ ব্যাটার হিদার নাইট। ৫ ম্যাচে ভারতের পয়েন্ট ৪। বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভাগ্য নির্ধারণ হরমনদের। শেষ দুই ম্যাচ শুধু জিতলেই হবে না, নেট রান রেট ও অন্য ম্যাচের ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতকে।

ইংল্যান্ডের ২৮৮ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি ভারতের। প্রতীকা রাওয়াল (৬) ও হরলিন দেওল দ্রুত আউট হন। এরপর দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ দুই ব্যাটার স্মৃতি ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত ভারতকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অনেকদিন পর চেনা ছন্দে দেখা যায় হরমনকে। দু'জনের ১২৫ রানের জুটি ভাঙে ৩১তম ওভারে। শিভার ব্রান্টের বলে আউট হন ভারত অধিনায়ক। ১০০ স্ট্রাইক রেটে ৭০ রান করে ফেরেন হরমন। দীপ্তি যোগ দেন স্মৃতির সঙ্গে। দু'জনে দ্রুতগতিতে রান তুলে ভারতের জয়ের রাস্তা মসৃণ করছিলেন। কিন্তু ৪২তম ওভারে স্মৃতি (৮৮) আউট হতেই ভারতের হারাকিরি ব্যাটিং শুরু। দীপ্তির সঙ্গে জুটি বেঁধে রিচা ঘোষও (৮) পারেননি দলকে জেতাতে। হাফ সেঞ্চুরি করে দীপ্তি (৫০) ফেরার পর ম্যাচ ভারতের হাতের বাইরে চলে যায়।

স্মৃতি-হরমনপ্রীতের ইনিংস কাজে এল না।

ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে অতিরিক্ত একজন বোলার খেলিয়েও বিশেষ লাভ হয়নি। প্রথমে ব্যাট করে প্রায় তিনশোর কাছে রান তুলে দেয় ইংল্যান্ড। ছন্দে না থাকা ব্যাটার জেমাইমা রডরিগেজের জায়গায় পেসার রেণুকা সিংকে খেলায় ভারত। কিন্তু অনেকদিন পর প্রথম এগারোয় ফিরে দাগ কাটতে পারেননি রেণুকা। প্রথমে ব্যাট করে ট্যামি বিউমন্ট (২২) এবং অ্যামি জোনসের (৫৬) ওপেনিং জুটিতে ৭৩ রান তুলে ফেলে ভাল শুরু করে ইংল্যান্ড। দু'জনকেই ফিরিয়ে ভারতকে ম্যাচে ফেরান দীপ্তি। এরপর ইংল্যান্ডের দুই সেরা ব্যাটার নাইট এবং ন্যাট শিভার ব্রান্টকে আটকাতে নাজেহাল হতে হয় ভারতীয় বোলারদের। নাইট বেশি আগ্রাসী ছিলেন। দু'জনের ১১৩ রানের জুটি ভাঙে ৩৯তম ওভারে। বাঁ-হাতি স্পিনার শ্রী চরনী আউট করেন শিভার-ব্রান্টকে (৩৮)। তবে নাইটকে থামানো যায়নি। সেঞ্চুরি করার পর ৪৫ ওভারের মাথায় রান আউট হন তিনি। বিশ্বকাপে এটি তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। শেষদিকে দীপ্তি, শ্রী চরনীর ঘূর্ণিতে পরপর উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। দীপ্তি আরও দু'টি উইকেট নেন। ৪ উইকেট তাঁর ঝুলিতে। একটা সময় সাড়ে তিনশোর কাছে ইংল্যান্ডের রান পৌঁছে যাবে মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দীপ্তিদের দাপটে ইংল্যান্ড থামে ২৮৮-৮ স্কোরে।

মেসির হ্যাটট্রিক, জিতল বার্সেলোনা

নাশভিল, ১৯ অক্টোবর : লিওনেল মেসির দুরন্ত হ্যাটট্রিকে ভর করে মেজর লিগ সকারে নাশভিলকে ৫-২ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। আর এই জয়ের সুবাদে ইস্টার্ন কনফারেন্স গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের তিন শেষ করে প্লে-অফ খেলা নিশ্চিত করল মায়ামি। এদিনের হ্যাটট্রিকের পর, ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করা মেসিরও লিগের টপ স্কোরার হিসাবে সোনার বুট জেতা পাকা হল।

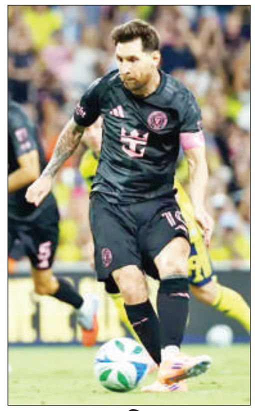

গোলমুখে মেসি।

৩৪ মিনিটে জর্ডি আলবার পাস থেকে বল পেয়ে মায়ামিকে এগিয়ে দেন মেসি। কিন্তু আট মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে দেন নাশভিলের স্যাম সারিজ। এরপর প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে জেকব শ্যাফেলবার্গের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল নাশভিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় মায়ামি। ৬৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-২ করেন মেসি। চার মিনিট পরেই বাল্টাসার রডরিগেজের গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৮১ মিনিটে দলের চতুর্থ তথা ব্যক্তিগত তিন নম্বর গোলটি করেন মেসি। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে নাশভিলের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন টেলাস্কো সেগোভিয়া।

এদিকে, লা লিগায় রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বার্সেলোনা। জিরোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে কাতালান জায়ান্টরা। ১৩ মিনিটে পেদ্রির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সা। যদিও ২০ মিনিটে জিরোনাকে সমতায় ফিরিয়ে আনেন অ্যালেক্স উইটসেল। ৮২ মিনিটে ডিফেন্ডার রোনাল্ডো আরাউজোকে স্ট্রাইকারে তুলে আনেন গোলের জন্য মরিয়া বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। আর সংযুক্ত সময়ে আরাউজোর গোলে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় বার্সেলোনা।

বিশ্বকাপের পরই বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি

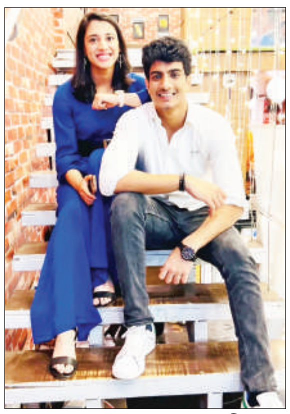

হবু বর পলাশের সঙ্গে স্মৃতি।

ইন্দোরের, ১৯ অক্টোবর : চলতি বছরেই সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন স্মৃতি মান্ধানা! এই খবর ফাঁস করেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট তারকার দীর্ঘদিনের প্রেমিক পলাশ মুচ্ছল। তিনি জানিয়েছেন, খুব দ্রুতই ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে চলেছেন স্মৃতি। প্রসঙ্গত, পলাশদের পরিবার থাকে ইন্দোরে।

বলিউডের নামী গায়িকা পলক মুচ্ছলের ভাই পলাশের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন স্মৃতি। পলাশ নিজেও সুরকার। এর আগে স্মৃতি বা পলাশ কেউই সরাসরি নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেননি। তবে সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রায়ই দু'জনে একসঙ্গে পোস্ট করতেন। ইন্দোরের প্রেস ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে পলাশকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, খুব তাড়াতাড়ি ও ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে চলেছে। এটুকুই আপাতত বলতে পারি।

এই মুহূর্তে মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত স্মৃতি। বিশ্বকাপে স্মৃতি ও ভারতীয় দলের সাফল্য কামনা করে পলাশ আরও বলেছেন, ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতির জন্য শুভেচ্ছা রইল। আমরা সবাই চাই ভারত সব ম্যাচ জিতে দেশকে সাফল্য এনে দিক। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি বিশ্বকাপের পরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন স্মৃতি। দুই পরিবার সূত্রের খবর, চলতি বছরের শেষ বা আগামী বছরের শুরুতেই চারহাত এক হতে পারে।

তনভির রুপো

গুয়াহাটি : যুব বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরে গেলেন তনভি শর্মা। রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ১৬ বছর বয়সী ভারতীয় শাটলারকে। ফাইনালে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই থাইল্যান্ডের আনিয়াপাত ফিচিতপ্রিচাসাকের বিরুদ্ধে ৭-১৫, ১২-১৫ সরাসরি গেমে হেরে গেলেন তনভি। তবে সাইনা নেওহাল ও অপর্ণা পোপটের পর তনভি তৃতীয় ভারতীয় মহিলা শাটলার হিসাবে যুব বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতলেন।

কেনের কীর্তি

মিউনিখ: ক্লাব কেরিয়ারে ৪০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন। বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে গোলে রেকর্ড গড়েন তিনি। বায়ার্ন মিউনিখকেও এনে দেন গুরুত্বপূর্ণ জয়। অ্যালিয়াঞ্জ এরিনায় ২২ মিনিটে ৪০০তম গোলটি করেন কেন। বায়ার্নের জার্সিতে তাঁর গোলসংখ্যা ১০৪। ক্লাব ফুটবলে কেন সবচেয়ে বেশি ২৮০ গোল করেছেন টটেনহ্যামের জার্সিতে। এছাড়া লেস্টার সিটির হয়ে ২, মিলওয়ালের হয়ে ৯ এবং লেটন ওরিয়েন্টের হয়ে ৫ গোল করেছেন।

রোনাল্ডোর গোল, শীর্ষে দল

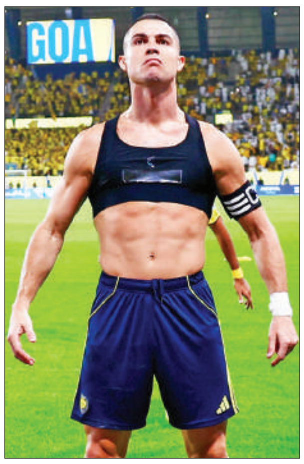

গোল করেই চলেছেন রোনাল্ডো।

রিয়াধ, ১৯ অক্টোবর : ক্লাব ফুটবলে ফিরেই গোল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। সৌদি প্রো লিগে আল ফতেহর বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জিতেছে আল নাসের। এই জয়ে ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষেই রইলেন রোনাল্ডোরা। হ্যাটট্রিকে ম্যাচের নায়ক রোনাল্ডোর জাতীয় দলের সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স।

১৩ মিনিটেই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ফেলিক্সের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। কিন্তু ৫৪ মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল হজম করে বসেন রোনাল্ডোরা। আল ফতেহর গোলদাতা সোফিয়ানে বেনডেবাকা। পাঁচ মিনিট পরেই পেনাল্টি আদায় করে নিয়েছিল আল নাসের। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন রোনাল্ডো! যদিও মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই দূরপাল্লার শটে অসাধারণ গোল করে সেই আফশোস মিটিয়ে দেন পর্তুগিজ মহাতারকা। যা রোনাল্ডোর কেরিয়ারের ৯৪৯তম গোল। হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে আর চাই মাত্র ৫১টি। ৬৮ মিনিটে দলের তৃতীয় তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন ফেলিক্স। ৭৫ মিনিটে কিংসলে কোমানের গোলে ৪-১। ৭৯ মিনিটে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করার পাশাপাশি দলের পঞ্চম গোলটি করেন ফেলিক্স। সৌদি লিগে টানা পঞ্চম জয়ের পর উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো। সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি লিখেছেন, সাফল্য দুর্ঘটনা নয়। এভাবেই লক্ষ্যপূরণের জন্য এগিয়ে যেতে হয়।

ম্যান ইউয়ের জয়

লন্ডন, ১৯ অক্টোবর : প্রিমিয়ার লিগে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। রবিবার রুবেন আমোরিমের দল ২-১ গোলে হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে। অ্যাওয়ে ম্যাচে দু'মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান ইউ। গোলদাতা ব্রায়ান এমবেউমো। ৭৮ মিনিটে অবশ্য ১-১ করে দিয়েছিলেন লিভারপুলের কোডি গাকপো। কিন্তু ৮৪ মিনিটে হ্যারি ম্যাগুয়েরের গোলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় ম্যান ইউ। এই জয়ের পর, ৮ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার নবম স্থানে উঠে এল ম্যান ইউ।

ম্যাগুয়েরের গোল উৎসব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

20 October, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২০ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার

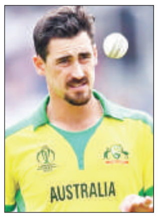

পারথে স্পিডোমিটার ভুল করে মিচেল স্টার্কের বলে গতি দেখাল ১৭৬.৫ কিলোমিটার

শিল্ড ভুলে সুপার কাপ নিয়ে ভাবনা বিশালদের

প্রতিবেদন: ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড জয়ের বাইশ বছরের দীর্ঘ খরা কাটিয়েও উৎসবের জোয়ারে ভাসেনি মোহনবাগান। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েও শান্ত থাকার চেষ্টা করেছে জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। যে খেতাব ক্লাবের ১৩৭ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, সেই শিল্ড জয় সমর্থকদের ক্ষোভ, অসন্তোষের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিয়েছে। তাই আপাতত স্বস্তি পেয়েছেন বিশাল কাইথ, শুভাশিস বোস, দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। উৎসব ভুলে আরও সাফল্যের খোঁজে মোহনবাগান। গত কয়েক বছরে টানা সর্বভারতীয় ট্রফি জয়। সামনে সুপার কাপের মতো আরও একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাও জিততে মরিয়া মোলিনা ব্রিগেড। এরপরই আইএসএল রয়েছে। ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে সুপার কাপ। প্রথম দিনই নামছে দুই প্রধান। মোহনবাগান গোয়া রওনা হচ্ছে ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। মঙ্গলবার থেকে প্রস্তুতি শুরু।

শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েই মোহনবাগান ফুটবলাররা মাথায় ঢুকিয়ে ফেলেছেন সুপার কাপ। টুর্নামেন্ট নিয়ে বিশাল, দিমিত্রিদের মানসিক প্রস্তুতিও শুরু। যুবভারতীতে মশাল নিভিয়ে শিল্ড ঘরে তোলার পর ফাইনালে টাইব্রেকারের নায়ক গোলকিপার বিশাল বললেন, চলতি মরশুমের প্রথম খেতাব জিতে সমর্থকদের আনন্দ করার সুযোগ করে দিতে পেরে আমি প্রচণ্ড খুশি। পেনাল্টি আমি নিয়মিত অনুশীলন করি। আগে এই পরিস্থিতিতে দলের সুবিধা করে দিয়েছি। এটাই আমার কাজ। এই জয় সুপার কাপের আগে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আমাদের কাছে এই টুর্নামেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

বিতর্ক ভুলে দিমিত্রির মুখে সমর্থকদের কথাই। অস্ট্রেলীয় তারকা বলেন, সমর্থকদের একটা কথাই বলব, আপনারা দ্বাদশ ব্যক্তি। আপনাদের জন্যই জিততে পারছি। কিছু জিনিস জীবনে ঘটে যায়, সেগুলো ভুলেই এগোতে হয়। শিল্ড জিতে আমরা খুশি। সামনে অনেক ম্যাচ। সুপার কাপ রয়েছে। আমাদের পাশে থাকুন। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট এবং কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন শুভাশিস বোস।

চিংড়ি হাতে শিল্ড জয়ের উৎসব দিমিত্রি, কামিন্সদের।

১৪-১৮ নভেম্বর
ইডেন টিকিট আজ থেকে

প্রতিবেদন: আজ, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের টিকিট বিক্রি। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে এই টিকিট বিক্রি। দুই টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচ হবে কলকাতায়। ১৪-১৮ নভেম্বর হবে এই টেস্ট। এবার টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ টাকা। যার অর্থ দৈনিক টিকিটের দাম পড়বে ৬০ টাকা। দৈনিক সর্বোচ্চ টিকিটের দাম পড়বে ২৫০ টাকা। যার পাঁচ দিনের টিকিটের দাম ১২৫০ টাকা। অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে ডিস্ট্রিক্ট বাই জোমাটো অ্যাপে। অনেকদিন বাদে টেস্ট ম্যাচ হবে ইডেনে। আগে ঠিক ছিল অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট হবে ইডেনে। পরে ঠিক হয় সেই টেস্ট হবে দিল্লিতে আর ইডেন পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। ইডেন অবশ্য এখন ব্যস্ত রঞ্জি ম্যাচে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ শেষ হওয়ার পর শনিবার থেকে এখানে হবে গুজরাটের সঙ্গে খেলা। তারপরই টেস্টের জন্য ব্যস্ত হয়ে যাবে ইডেন। রঞ্জি ম্যাচে উইকেট নিয়ে কথা উঠেছে। টেস্টে না হওয়াই চ্যালেঞ্জ।

আলকারেজকে টেক্কা সিনারের

রিয়াধ, ১৯ অক্টোবর : লড়াইটা ছিল এক বনাম দুইয়ের। আর এই যুদ্ধে কার্লোস আলকারেজকে কার্যত উড়িয়ে দিলেন জানিক সিনার। একপেশে ফাইনাল ম্যাচ ৬-২, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়ে সিক্স কিংস স্লাম খেতাব জিতলেন সিনার। ম্যাচ জিততে সিনারের সময় লেগেছে মাত্র ৭৩ মিনিট। প্রসঙ্গত, সৌদি আরবে আয়োজিত তিনদিনের এই প্রদর্শনী টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন বিশ্বের সেরা ছয় টেনিস তারকা। এর জন্য প্রত্যেকে অ্যাপিয়ারেন্স ফি হিসাবে পাচ্ছেন ১.৫ মিলিয়ন ডলার। আর চ্যাম্পিয়ন হয়ে সিনার পেলেন ৬ মিলিয়ন ডলার!

চলতি মরশুমের চারটি গ্র্যান্ড স্লাম নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন সিনার ও আলকারেজ। তবে রিয়াধের এই টুর্নামেন্টে আলকারেজকে টেক্কা দিলেন সিনার। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিনারের বক্তব্য, এখানে সবক'টা ম্যাচে প্রায় নিখুঁত টেনিস খেলেছি। এই ছন্দ সব টুর্নামেন্টেই বজায় রাখতে পারলে খুশিই হব। আলকারেজের বিরুদ্ধে এই মরশুমে বেশ কিছু ম্যাচ হেরেছি। এবার ওকে হারাতে পেরে খুশি এবং গর্বিত।

রানার্স-আপ আলকারেজ বলেছেন, সিনার অসাধারণ খেলেছে। ও নিজের খেলাকে এমন একটা উচ্চতায় তুলে এনেছে, যেখানে ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। যোগ্য ব্যক্তিই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওর সঙ্গে গত কয়েক বছরে অনেকগুলো ম্যাচ খেলে ফেললাম। তবে প্রতিটি ম্যাচেই নতুন করে রোমাঞ্চিত হই।

জয়ের প্রতিজ্ঞা, অস্কারের বার্তা

শপথ জয় গুপ্তার।

প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ভাল ফুটবল খেলেও খেতাব আসেনি। টাইব্রেকারে জয় গুপ্তার একটি ভুলেই যুবভারতীতে ফাইনাল হেরেছে ইস্টবেঙ্গল। জয়ের শট বাঁচিয়ে মোহনবাগানের শিল্ড জয় নিশ্চিত করেন বিশাল কাইথ। ডার্বি হার, শিল্ড হাতছাড়া করে মুষড়ে পড়লেও নতুন শপথ নিচ্ছেন জয়। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লাল-হলুদের এই সাইড ব্যাক জানিয়ে দিলেন, একটা ট্রফির বদলে ক্লাবকে দশটা ট্রফি এনে দিতে চান। অন্যদিকে, কঠিন পরিশ্রম করে প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিলেন কোচ অস্কার ব্রুজো।

এফসি গোয়া থেকে এবারই লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন জয়। ইস্টবেঙ্গলের এই সাইড ব্যাক পোস্টে লিখেছেন, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস, আবেগ, ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে বুঝতে পারছি এই হার সমর্থকদের কাছে কতটা যন্ত্রণার। একটা কথা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখছি, ব্যর্থতার দায় আমি নিচ্ছি। এখানেই সব কিছু শেষ হচ্ছে না। আমি হেরে যাব না। আরও পরিশ্রম করে, আরও দায়িত্ব নিয়ে ফিরে আসব। একটা ভুলের বদলে দশটা ট্রফি দিয়ে ক্ষতিপূরণ করব— এটাই আমার প্রতিজ্ঞা।

আজ গোয়ায় ইস্টবেঙ্গল

জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে মিগুয়েল, মহম্মদ রশিদরা বলেছেন, সাহসীরাই ব্যর্থ হয়। আমরা একসঙ্গেই ঘুরে দাঁড়াব। শিল্ড ফাইনাল ভুলে ইস্টবেঙ্গলের চোখ এখন সুপার কাপে। সোমবার গোয়া রওনা হচ্ছে দল। সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে কোচ অস্কার লিখেছেন, টাইব্রেকারে হারের কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। তবে সমর্থকদের পাশে থাকাটাই আসল। হারের পরও একশোর উপর বার্তা পেয়েছি। এই ঐক্যই আমাদের কাছে সব। আমরা আরও পরিশ্রম করে তোমাদের ভরসার মর্যাদা রাখব। আমরা একসঙ্গে ফিরব।

আইসিসি-কে পাক তোপ

ইসলামাবাদ: পাকিস্তানের হামলায় তিন আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনায় আইসিসি শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে। সমবেদনা জানিয়েছে বিসিসিআই-ও। তবে আইসিসি-র বিবৃতির নিন্দা করেছে পাকিস্তান। সে দেশের তথ্যমন্ত্রী আতা তারার আইসিসি-র বিবৃতিকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। পাক সরকারের মন্ত্রী বলেছেন, আমরা আইসিসি-র বিবৃতির নিন্দা করছি। তারা আফগানিস্তান বোর্ডের দাবি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে যাচাই করার চেষ্টা না করেই বিবৃতি দিয়েছে। আইসিসি-র বিবৃতি মানছে না পাকিস্তান। এটাও আশ্চর্যের যে, আইসিসি-র বিবৃতির কয়েক ঘণ্টা পরেই চেয়ারম্যান জয় শাহ সমাজমাধ্যমে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। আফগানিস্তান বোর্ড কোনও বাস্তব প্রমাণ ছাড়াই বিবৃতি দিয়েছে। এদিকে, এই ঘটনায় পাকিস্তানের মাটিতে ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে আফগানিস্তান নাম তুলে নেওয়ায় তাদের পরিবর্ত হিসেবে খেলবে জিম্বাবোয়ে। শুধু নাম তুলে নেওয়াই নয়, রশিদ খান বলেছেন তিনি পিএসএলে খেলবেন না।

অভিমন্যুদের সামনে এবার বিষ্ণোই, উর্ভিলদের চ্যালেঞ্জ

শনিবার ইডেনে গুজরাট ম্যাচ

বল ঘুরলে বিষ্ণোইকে নিয়ে চাপে থাকবেন লক্ষ্মী-অভিমন্যুরা।

প্রতিবেদন : প্রথম ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়ে স্বস্তিতে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। কিন্তু পরের ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য। গুজরাট কিন্তু বেশ শক্তিশালী দল। এই ম্যাচ শুরু হবে ২৫ অক্টোবর, শনিবার থেকে।

অভিমন্যুদের সুবিধা এটাই যে তাঁরা পরের ম্যাচও ইডেনে খেলবেন। হোম অ্যাডভান্টেজ কিছুটা হলেও সুবিধা দেবে। কিন্তু প্রথম ম্যাচে উইকেট পছন্দমাফিক না হওয়ায় বঙ্গ শিবির থেকে সিএবির কাছে নালিশ গিয়েছিল। কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় এবার কি করেন সেটাই দেখার।

তবে শামি, আকাশ, ঈশানদের জন্য সম্ভবত পেস সহায়ক উইকেট হবে। কারণ, বর্তমান বাংলা দল পেসেই জোর দিচ্ছে। তাছাড়া গুজরাটের হয়ে রবি বিষ্ণোই খেলেন। ঘূর্ণি উইকেটে তিনি বাংলার ব্যাটিংকে বিপাকে ফেলতে পারেন। ফলে বিশাল ভাটিদের জন্য বল ঘোরানোর ব্যবস্থা নাও হতে পারে।

বিষ্ণোই আদতে রাজস্থানের ক্রিকেটার। ২০১৯-এ রাজস্থানের হয়ে রঞ্জিতে অভিষেক হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪-২৫-এ তিনি রাজস্থান ছেড়ে গুজরাটে যোগ দেন। এই বছর প্রথম ম্যাচে বিষ্ণোই প্রথম ইনিংসে ১টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২টি উইকেট নিয়েছেন। দলের আরেক পরিচিত মুখ উর্ভিল প্যাটেল করেন ২৫ রান।

গুজরাট অবশ্য রঞ্জির প্রথম ম্যাচে সরাসরি অসমকে হারাতে পারেনি। তারা প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। আবিষ্কা দেশাই ৯৬ ও আর্য দেশাইয়ের ১০১ রানের সুবাদে তারা করেছিল ৩৮২ রান। জবাবে অসম করেছিল ৩১০ ও ১৯৬/৬।

উত্তরাখণ্ড ম্যাচে শামি ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হলেও একেবারে সেরা ছন্দে ছিলেন না। আকাশকেও সেরা ফর্মে মনে হয়নি। ঈশান অবশ্য ছন্দে ছিলেন। ব্যাটিংয়ে টপ অর্ডার উত্তরাখণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছে। অভিমন্যুও রান করেছেন। কিন্তু দলের ব্যাটিং স্তম্ভ অনুষ্টুপ মজুমদারকে বড় রান করতে হবে।

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 October, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

ড্রেসিংরুমে বিরাট ভাইকে পাওয়া আমাদের জন্য আশীর্বাদ, বললেন অর্শদীপ

পারথে গতি, বৃষ্টি, ইন্দ্রপতন

সাতমাস পরে ভারতের হয়ে খেলতে নেমে খালি হাতে ফিরছেন রোহিত ও বিরাট। রবিবার পারথে।

পারথ, ১৯ অক্টোবর : মহাপ্রত্যাবর্তনের ম্যাচে মহাপতন। ২২ গজে মেরেকেটে ২২ বল কাটিয়ে ফিরে গেলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। সাতমাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা দুই মহাতারকাকে দেখে মনে হল টাচটাই বোধহয় হারিয়ে বসেছেন। এতদিন খেলার বাইরে থাকার ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ল। রোহিত ১৪ বলে ৮ রান করেছেন। বিরাট ৮ বলে ০। ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রাখলে বৃষ্টি-বিঘ্নিত অপটাস স্টেডিয়ামে মহাতারকাদের ফেরাটা মোটেই ভাল হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম একদিনের ম্যাচে যে ৭ উইকেটে জিতল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ম্যাচের শুরু থেকে শুভমনের দলকে গুটিয়ে থাকতে দেখা গেল। রোহিতকে দেখে মনে হল তিনি এখন অনেক সাবধানী। সেই আক্রমণাত্মক হিটম্যান এখন উইকেটে দেখে এবং সাবধানে শট খেলছেন। হ্যাজলউডের যে বলে প্রাক্তন অধিনায়ক স্লিপে ধরা পড়লেন সেটা একটু উঠেছিল। আগের রোহিত হলে গালির উপর দিয়ে আড়াআড়ি খেলতেন। এই রোহিত বাউন্সের সামনে অসহায়ভাবে ব্যাটের ফেস ওপেন করে দিলেন। মাত্র দু'দিন আগে এসে এখনও পারথের উইকেটের গতি ও বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। অথচ, এই পারথে তিনি অনেক খেলেছেন। এখানে বল উঠবে জানাই ছিল। রোহিত আউট হওয়ার পর বিরাট নেমেছিলেন। তিনি প্রথম থেকে বড্ড তাড়াহুড়ো করলেন। দেখা গেল অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল খেলার অভ্যাস তিনি ছাড়তে পারেননি। সেই মিচেল স্টার্কই তাঁর উইকেট নিয়ে গেলেন।

ছুটির দিনে অনেক লোক হয়েছিল মাঠে। তার মধ্যে অনেক প্রবাসীও ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষবার খেলছেন রোহিত ও বিরাট। তাই সবাই মাঠে এসেছিলেন। কিন্তু যে জন্য মাঠে আসা সেটা হল না। দুই মহাতারকা যেমন প্রত্যাবর্তনের ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি, তেমনই ভারতও এই ম্যাচ জিততে পারেনি। পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারিয়ে বসলে শুভমনরা জিতবেন কী করে। তবে বৃষ্টিও বারবার বিরক্ত করেছে ক্রিকেটারদের। প্রথমবার যখন খেলা বন্ধ হল তখন ভারত দুই উইকেট হারিয়েছিল। দ্বিতীয়বার যখন খেলা বন্ধ হয় ততক্ষণে চার উইকেট চলে গিয়েছে ভারতের। অতঃপর ডাকওয়ার্থ-লুইসে ওভার কমে ম্যাচ ডাঁড়িয়েছিল ২৬ ওভারের। তাতে ভারত ৯ উইকেটে তুলেছে ১৩৬ রান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য ১৩৭ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৩১-এ। সবমিলিয়ে চারবার বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হওয়ায় ডাকওয়ার্থ লুইসে ওভারের সঙ্গে টার্গেটও কমেছিল কিছুটা।

শুভমন ১০ রান করেছেন। এছাড়া শ্রেয়স ১১, ওয়াশিংটন সুন্দর করেন ১০ রান। ভারতের ইনিংসে রাহুল ৩৮ ও অক্ষর ৩১ রান করেছেন। শেষদিকে নীতীশ প্যাটেল ১১ বলে ১৯ রান করে নট আউট থেকে যান। পরের দিকে হর্ষিত (১) ও অর্শদীপ (০) দ্রুত ফিরে গিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে হ্যাজলউড, ওয়েন ও কুনেম্যান দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য ১০ রানে ট্রাভিস হেডকে (৮) হারিয়েছিল। ৪৪-এ ফিরে যান ম্যাথু শর্ট (৮)। কিন্তু অর্শদীপ ও অক্ষর শুরুতে ধাক্কা দিলেও অস্ট্রেলিয়া নিজেদের সামলে নেয়। মাঝখানে জস ফিলিপ মিচেল মার্শের সঙ্গে ৫৪ রান জুড়ে পরিস্থিতি সামলে নেন। মার্শ শেষ পর্যন্ত ৪৬ রানে নট আউট থেকে যান। ম্যাট রেনশ নট আউট থাকলেন ২১ রানে। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ অ্যাডিলেডে বৃহস্পতিবার।

স্কোরবোর্ড

ভারত : রোহিত ক রেনেশ বো হ্যাজলউড ৮ (১৪), শুভমন ক ফিলিপ বো এলিস ১০ (১৮), বিরাট ক কোনোলি বো স্টার্ক ০ (৮), শ্রেয়স ক ফিলিপ বো হ্যাজলউড ১১ (২৪), অক্ষর ক রেনেশ বো কুনেম্যান ৩১ (৩৮), রাহুল ক রেনেশ বো ওয়েন ৩৮ (৩১), ওয়াশিংটন বোল্ড কুনেম্যান ১০ (১০), নীতীশ নট আউট ১৯ (১১), হর্ষিত ক ফিলিপ বো ওয়েন ১ (২), অর্শদীপ রান আউট ০ (০), সিরাজ নট আউট ০ (০)। অতিরিক্ত: ৮। মোট (২৬ ওভারে ৯ উইকেটে): ১৩৬ রান। বোলিং: স্টার্ক ৬-১-২২-১, হ্যাজলউড ৭-২-২০-২, এলিস ৫-১-২৯-১, ওয়েন ৩-০-২০-২, কুনেম্যান ৪-০-২৬-২, শর্ট ১-০-১৭-০।

অস্ট্রেলিয়া: মার্শ নট আউট ৪৬ (৫২), হেড ক হর্ষিত বো অর্শদীপ ৮ (৫), শর্ট ক রোহিত বো অক্ষর ৮ (১৭), ফিলিপ ক অর্শদীপ বো ওয়াশিংটন ৩৭ (২৯), রেনেশ নট আউট ২১ (২৪)। অতিরিক্ত: ১১। মোট (২১.১ ওভারে ৩ উইকেটে): ১৩১ রান। বোলিং: সিরাজ ৪-১-২১-০, অর্শদীপ ৫-০-৩১-১, হর্ষিত ৪-০-২৭-০, অক্ষর ৪-০-১৯-১, নীতীশ ২.১-০-১৬-০, ওয়াশিংটন ২-০-১৪-১।

টপ অর্ডার ব্যর্থতাকেই দায়ী করলেন শুভমন

পারথ, ১৯ অক্টোবর : ওয়ান ডে অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ম্যাচটা সুখের হল না শুভমন গিলের। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে শুভমনের স্বীকারোক্তি, পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট পড়ে যাওয়াই ভারতের হারের প্রধান কারণ। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথম ব্যাট করতে নেমে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে অস্ট্রেলীয় পেসারদের সামলাতে সমস্যায় পড়েছিল ভারতীয় টপ অর্ডার। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং শুভমন নবম ওভারের মধ্যেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন। স্কোরবোর্ডে রান তখন মাত্র ২৫। সেই ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি ভারতীয় দল। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর শুভমনও বলে গেলেন, পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পর আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় ধরে খেলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। বৃষ্টির জন্য ওভার কমে স্কোরবোর্ডেও লড়াই করার মতো রান তোলা যায়নি। তবে পারথের হার থেকে শিক্ষা নিয়ে সিরিজের বাকি দু'ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে চান শুভমন। তিনি বলেন, এই ম্যাচে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক উঠে এসেছে। অনেক কিছু শিখেছিও। যা সিরিজে আমাদের কাজে লাগবে। ২৬ ওভারে ১৩০ রান ডিফেন্ড করতে নেমে, আমরা ম্যাচ যতটা সম্ভব টেনে দীর্ঘ করতে পেরেছি। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু বোলাররা সীমিত পুঁজি নিয়ে যথেষ্ট ভাল বোলিং করেছে। এটা আমাদের পক্ষে ইতিবাচক দিক। ম্যাচ হারলেও, প্রবাসী ভারতীয়দের সমর্থনে আপ্লুত শুভমন। তিনি বলেছেন, আমরা সৌভাগ্যবান। যেখানেই খেলতে যাই, সেখানেই প্রচুর মানুষ আমাদের সমর্থনে মাঠ ভরিয়ে দেন। এখানেও প্রচুর সমর্থন পেয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ। এদিকে, ম্যাচের সেরা অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক মিচেল মার্শের বক্তব্য, জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করতে পেরে খুশি। এই ম্যাচে আবহাওয়া একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমি বরাবরই পারথে খেলতে পছন্দ করি। দলে বেশ কিছু তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। ওদের পারফরম্যান্সে আমি সন্তুষ্ট। ওরা সিনিয়রদের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল।

আমার একটা ছুটির দরকার ছিল : বিরাট

পারথ, ১৯ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তটা মধুর হল না বিরাট কোহলির। শূন্য রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন। তবে রবিবার পারথে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ শুরুর আগে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ও রবি শাস্ত্রীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিরাট জানালেন, তিনি এখন আগের থেকেও অনেক বেশি ফিট। নাম না করে, প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে কি বার্তা দিলেন কিং কোহলি!

টেস্ট ও টি-২০ ফরম্যাট থেকে অবসরের পর বিরাট এখন শুধুই ওয়ান ডে খেলেন দেশের হয়ে। শাস্ত্রীর প্রশ্ন ছিল, শুধুমাত্র একটি ফরম্যাটের জন্য নিজেকে তৈরি রাখাটা কতটা কঠিন? বিরাটের উত্তর, গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগই পাইনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পর আইপিএলেও খেলতে হয়েছে। সব মিলিয়ে আমিই সম্ভবত সবথেকে বেশি ম্যাচ খেলেছি। তাই টেস্ট থেকে অবসরের পর এই বিশ্রাম আমার জন্য খুব জরুরি ছিল। মানসিকভাবে নিজেকে তরতাজা রাখতে খুব সুবিধা হয়েছে।

আগারকর সাম্প্রতিককালে একাধিকবার জানিয়েছেন, ২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট ও রোহিত শর্মার খেলা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। এরপর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে, অস্ট্রেলিয়া সফরের পরেই কি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানাবেন বিরাট। কিং কোহলি যদিও স্পষ্ট জানাচ্ছেন, ফিটনেস নিয়ে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। শারীরিক এবং মানসিকভাবে সেরা জায়গায় রয়েছেন। নাম না করে আগারকরদের বিরাটের বার্তা, এই সিরিজের আগে নিজেকে শারীরিকভাবে তৈরি রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লন্ডনে যে সময় কাটিয়েছি, সেটা কাজে লাগিয়েছি। আমি এমন একজন যে, প্রস্তুতি ছাড়া খেলতে নামে না। এই সিরিজের জন্য আমি পুরোপুরি তৈরি। শারীরিকভাবে আমি এই মুহূর্তে আগের থেকেও অনেক বেশি ফিট।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বহু স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন বিরাট। শেষ টেস্ট সেঞ্চুরিও করেছিলেন এখানে। বিরাটের বক্তব্য, অস্ট্রেলিয়াতে খেলতে বরাবরই পছন্দ করি। এখানকার পিচ ব্যাটারদের কঠিন পরীক্ষা নেয়।

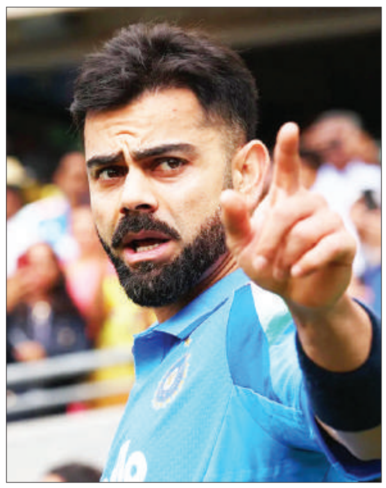

এই চ্যালেঞ্জটা আমি উপভোগ করি। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা সব সময় আপনাকে চাপে রাখবে। কিন্তু ভাল খেললে প্রশংসায় ভরিয়ে দেবে। এখানে খেলার অভিজ্ঞতাই আমাকে বিরাট কোহলি বানিয়েছে।